কুরঙ্গ।

মহম্মদ (আজিজ) উস্ সোভান্

মূল্য বার আনা।

"প্রান্তরে প্রান্তরে বনে কে আগুন জ্বেলে' দিলি
চকিত কুরঙ্গ সম হৃদি
আগুন জ্বালা'য়ে বনে কেনগো রোধিলি পথ
কে বধিলি অনলে দগধি।"



প্রকাশক
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক, অতুলশিব ক্লাব,
লাভপুর, বীরভূম,
১৯২২।

সূচীপত্র

পরিচয়

প্রেম

বিরহ

হৃদয়

PRINTED BY BHOLANATH DAS AT THE ECONOMICAL PRESS,
4/2 Madhu Gupta Lane, Calcutta.

কবি-কথা

কবি ও কবিতা বড়ই দুর্ল্লভ—বিশেষতঃ, এই সুলভ ছাপাখানার যুগে। কত লেখকের কত লেখা—দেখিতে কবিতারই মত, প্রতিদিন বাহির হইতেছে। ইহার মধ্যে, কোন্ লেখাটা প্রকৃত কবিতা, আর কোন্ লেখক প্রকৃত কবি, তাহার বিচার করিবে কে? আমরা এই গ্রন্থে, এক জনের কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করিলাম। যাঁহার লেখা, তিনি ইহলোকে নাই—বার বৎসর পূর্ব্বে মর্ত্ত্য-লীলা শেষ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রিয় বন্ধু—মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান্। তিনি অনেক লিখিয়াছিলেন—অনর্গল লিখিতেন—অতি স্বচ্ছন্দে লিখিতেন—অনেক সময়ে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আমি লিখিয়া যাইতাম। কিন্তু, সেই সব লেখার অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছি; আর কিছু পাওয়া যাইবে কিনা, বলা যায় না।

মহম্মদ আজীজের পৈতৃক নিবাস, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার অধীন পালিটা গ্রামে। তিনি ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলে, সিউড়ীর তদানীন্তন মোক্তার তাঁহার জেষ্ঠতাত, মুন্সী জালালুদ্দীনের আশ্রয়ে আগমন করেন এবং তদবধি সিউড়ীতে চির-বাস-স্থাপন করেন। স্নেহময়ী জেঠাইমা, এই পিতৃমাতৃহীন শিশুকে, জননীরই মত স্নেহের সহিত লালন পালন করেন। মহম্মদের বয়স যখন ৯ বৎসর, তখন মুন্সী মহাশয় পরলোক গমন করেন। সুতরাং এই নিরাশ্রয় শিশু অচিরে পুনরায় অভিভাবকহীন হইয়া, অবাধে ও স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছভাবে সময় কাটাইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর সংসারের ভার পড়িলে,

কোন রূপ সামান্য চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দুই শিশু ভ্রাতার অভিভাবক হইলেও, তাঁহাদের শিক্ষার বিষয়ে, ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই—আজীজের উপর নিয়ত সতর্ক চক্ষু রাখিয়া, তাঁহার স্বভাবের গতি সংযত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। মধ্যম ভ্রাতাও অল্প দিন মধ্যে সামান্য চাকরীতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পরিবারের দুঃখ কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। ইহাই 'কুরঙ্গ'-লেখকের শৈশব-জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান্ কি প্রকারের কবি ছিলেন এবং তাঁহার রচনাগুলি কতদূর প্রকৃত কবিতা পদবাচ্য, তাহা বলিবার আমার কোন অধিকার নাই। এই মাত্র বলিতে পারি যে কবির সমগ্র জীবন, কবিতার মধ্য দিয়া সম্যক্‌রূপে অধিকাংশ স্থলেই প্রকাশিত হয় না। সহৃদয় পাঠকের আস্বাদন ও অনুভূতি, লিখিত কবিতার সাহায্যে, কবির হৃদয় ও জীবন উপলব্ধি করে। এই কবির সমুদয় কবিতাগুলি, যদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আমি নিজকে ঋণ-মুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতাম এবং পাঠকেরাও কবিকে বুঝিবার উপযুক্ত উপকরণ পাইতেন।

এই কবিতাগুলির লেখকের সহিত, আমার নিজের জীবনের সম্বন্ধ কি, তাহাই আমার বলা আবশ্যক। কবি আমার প্রতিবাসী, সহপাঠী ও প্রায় সম বয়সী ছিলেন। সিউড়ী সহরের একেবারে উত্তর প্রান্তে খোলা মাঠের উপর, সহরের একেবারে সীমান্তে, একটি ছোট রাস্তার দুই ধারে আমাদের দুই জনের বাড়ী। সিউড়ী, বীরভূম জেলার সদর ষ্টেসন—আদালত, উকিল, হাকিম ও আফিসাদি আছে বলিয়া সহর—নতুবা, ইহা মোটেই সহর নহে; মানুষগুলিও একেবারে সহুরে মানুষ নয়। রাঢ়দেশের একেবারে পশ্চিম সীমা, অতি পরিচ্ছন্ন একটি বৃহৎ গ্রাম সিউড়ী।

ক্রমশঃ, সিউড়ী সহর হইয়া যাইতেছে! কিন্তু আমাদের কৈশোর ও যৌবন, সিউড়ীতে গ্রাম্য-জীবনেরই সুখ ও শান্তি উপভোগ করিয়াছে। বাড়ীর নীচেই খোলা মাঠ, ধানের ক্ষেত, পুকুর, তালগাছ—তার পর মাঠের পর মাঠ—উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রমোন্নত পাহাড়ের ধূম্রছায়ায় দিগন্ত-রেখা সুরক্ষিত, অদূরে ময়ূরাক্ষী নদীর বালুকাময় বক্ষঃ—পরপারে বনভূমি; মাঠের ভিতর পুকুরের ধারে, ঋতুর পর ঋতু, বনদেবীর নব নব বেশ বিন্যাশ; কত রকমের মানুষ—কলিকাতা অঞ্চলের বাবু, সাহেবী পোষাক-পরা সভ্য মানুষ হইতে তীর ধনুকধারী অৰ্দ্ধ উলঙ্গ সাঁওতাল, পাখীর পালক মাথায়-দেওয়া ধাঙ্গড়; ধান কাটা, আখের সাল, মাঠে কুল, আম, তেঁতুল খাওয়া—এই সব উৎসব ও আমোদ—ইহার মধ্যে তরুণ জীবন, যখন তাহার অনির্ব্বচনীয় মাধুরী আস্বাদনে বিভোর ছিল, কল্পনার পাখা মেলিয়া, উধাও উড়িয়া—মাঠে, বনে, নদীর ধারে কেবল খেলিয়া, নাচিয়া, গাহিয়া, ছুটিয়া বেড়াইত—এই কবিতার লেখক, তখন আমার নিত্য সহচর ছিল।

কবিতার রসাস্বাদন, মানব-জীবনের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। মানব মাত্রেই কবি। কাহারও কবিত্ব প্রকট হয়—কাহারও প্রকট হয় না; কাহারও কবিত্ব উচ্ছৃঙ্খলতায় বিপথগামী বা স্খলিত হইয়া যায়; কাহারও কবিবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া জগতের সেবা করিয়া ধন্য হয় ও নিজের জন্য কীর্ত্তি-সৌধ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু কবি সকলেই। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে কবিতারস পূর্ণতমরূপে উপভোগ করিতে পারে। শেষ জীবন পর্য্যন্ত যাঁহারা যথার্থরূপে ও গভীর ভাবে এই কবিত্ব রস উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহারা ভাগ্যবান ও সাধক শ্রেণীর লোক।

আমাদের এই যে কবি, ইঁহার জীবন অসাধারণ রকমের। কিন্তু

সাংসারিক হিসাবে একেবারে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। সেই বিফল-জীবনের বিষাদময়ী কাহিনী সর্ব্বদাই চিন্তা করি এবং সে কাহিনী সকলের নিকট বলিতে আকাঙ্খাও জাগে। এখনকার দিনে, সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র-লোকের ছেলেরা, ছাত্র জীবনে যে অবস্থায় থাকে, আমিও অবশ্য সেই অবস্থায় ছিলাম। সে অবস্থা, সে সময়ে যে সকলের নিকট সুখকর বলিয়া মনে হয় না—বরং একটা যে বেশী রকমের বন্ধনের দশা বলিয়া মনে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাতঃকাল—কোমল উজ্জ্বল সূর্য্যকরে ধান্যশীর্ষ নাচিতেছে, উড়িয়া উড়িয়া, গাহিয়া গাহিয়া পাখীরা ছুটাছুটী করিতেছে। বালকের চিত্তও খোলা মাঠের মুক্ত হাওয়ায় অজানা বনের কুঞ্জে কুঞ্জে, কিম্বা নদীর ধারে বালীর উপর, জলের স্রোতের সঙ্গে একটু ছুটাছুটী করিতে চায়। কিন্তু উপায় নাই; পড়িতে হইবে—ভাল লাগুক বা না লাগুক, পড়া মুখস্থ করিতেই হইবে। সময়ে খাইয়া, ছুটিতে ছুটিতে বিদ্যালয়ে হাজিরা দিতেই হইবে। ভর্ত্তি পেট, ঘুমে যদি মাথা ঢুলিয়া পড়ে, কাষ্ঠাসনের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বন্ধন! বড়ই কঠোর বন্ধন! সারা দিন রুদ্ধ ঘরে বসিয়া থাকা, হৃদয়ের রস রাশি, যাহা বাহ্য প্রকৃতির সহিত চির জ্ঞাতিত্বের সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ, তাহা শুখাইয়া যায়। এমনি করিয়া জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। যাহারা ভাল ছেলে, তাহারা এই জীবনে পোষ মানিয়া থাকে। এই কবিতার লেখক যিনি, তিনি এ প্রকারের পোষমানা ছেলে ছিলেন না। যদিও প্রতিবাসী, বিশেষ পরিচিত, সহপাঠী এবং খেলার সাথী, তথাপি তাহার জীবন আমার কাছে এক অজ্ঞাত রহস্যে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইত:—তাহার চলা-ফেরা, কাজ কর্ম্ম, সবই নূতন বলিয়া ঠেকিত। সে যেন এক মুক্ত আত্মা—এক কোন্ অজানা দূর বনের পাখী, আমাদের খাঁচার ভিতর থাকিয়াও, এখানকার বুলি, এখানকার আদব-কায়দা, ঠিকমত শিখিয়া উঠিতে পারে নাই—বা, ইচ্ছা করিয়াই শেখে নাই। তাহার সহিত দিবসে ও রাত্রিতে

—মাঠে, বনে, নদীর ধারে ঘুরিয়াছি, গাছে উঠিয়াছি, দোল খাইয়াছি, ফল পাড়িয়াছি, ফুল ছিঁড়িয়াছি, পাখী ধরিয়াছি, জলে সাঁতার দিয়াছি—কত নূতন নূতন লোকের সহিত, কত নূতন রকমের আমোদ কৌতুক করিয়াছি! জীবনের সে স্বর্গস্মৃতি—তারুণ্যের সে নন্দন-বিলাস—কল্পনার সে মন্দাকিনী ধারা!

অতি শৈশব হইতে সে কবিতা আবৃত্তি করিত—মুখস্থ করা কবিতা নহে—সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিত। সে সিউড়ী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। আমি প্রথমাবধি জেলা স্কুলে পড়িতাম, কাজেই সে সময়ে সহপাঠী ছিলাম না। জেলাস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সে আমার সহপাঠী হইল। মুখে মুখে কবিতা রচনার খ্যাতি, সে বাঙ্গলা স্কুলে পড়িবার সময়ই লাভ করিয়াছিল। তখন তাহার আর বয়স কত? আন্দাজ বার বৎসরের সময় সে জেলাস্কুলে আসে; সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই সে সচ্ছন্দে ও দ্রুতগতি ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করিতে পারিত। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িবার সময়, অর্থাৎ কবির বয়স যখন প্রায় বার বৎসর, সেই সময়ে একদিন সিউড়ীর পশ্চিম দিকে ডাঙ্গাল পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে, জজ সাহেবের কুঠীর সদর দরজার নিকট, একটি বটগাছের লতানে ডালে দোল খাইতে খাইতে, তাহার সহপাঠী বন্ধু—বর্ত্তমান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার রাহা (Deputy Post Master General, Bengal) ও সিউড়ীর সুপরিচিত উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসাদ রায়,—তাহাকে একটি সময়োচিত গান রচনা করিয়া গাহিতে বলিলে, কবি সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া গাহিয়াছিল—

কে রচিল আহা মরি, এ সংসার চমৎকার।
পূরবে তপন ধীরি ধীরি
উদিত সহ রূপ মাধুরী

পশ্চিমেতে লয় গিয়া
নিরূপিত স্থান তার ॥
ঊর্দ্ধপথে শোভে তারা
মধ্যে চন্দ্র অর্দ্ধকারা
এই যে সংসার সারা
চতুর্দ্দিকে গোলাকার ॥
ঊর্দ্ধপথে দৃষ্টি কর
প্রশান্ত আকাশ হের,
তুমি কি বুঝিতে পার
অপার মহিমা তাঁর ॥

আমিও, অন্যান্য সহপাঠী সঙ্গীদের সহিত, তাহার এই স্বচ্ছন্দ রচিত কবিতার আবৃত্তি ও গান শুনিতাম—আনন্দিত হইতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং তাহার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা জাগিত। আমার প্রতিবাসী বলিয়াই হউক, আর বুঝি বা না বুঝি, কাব্য ও কবিতার প্রতি বাল্যাবধি একটা স্বাভাবিক অনুরাগের জন্যই হউক, সহপাঠী বন্ধুদের ভিতর সে যেন বিশেষ করিয়া, আমার একটু বিশেষ রকমের আপনার ছিল। আমি তাহাকে অনেক সময়ে কবিতা রচনা করিতে বলিয়াছি—সে মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছে—আমি লিখিয়া লইয়াছি। 'শিশু,' 'বাঁশী,' 'প্রণয়,' 'বিধি'—প্রভৃতি কবিতা এই ভাবেই রচিত হইয়াছে। আবার, তাহাকে খাতা দিতাম, পেন্সিল দিতাম—বলিয়া দিতাম, কবিতা লিখিতে হইবে। সে লিখিত; কিন্তু কোন জিনিষ যত্ন করিয়া রাখা বা হিসাব করিয়া চলা তাহার চরিত্রেই ছিলনা। খাতায় কবিতা-লেখা-পাতা ছিঁড়িয়া তামাক খাইত—তামাক রাখিত! তাহার নিজের রচনার প্রতি, তাহার একেবারেই মমতা ছিলনা—সেই মমতা ছিল আমার। জনক অপেক্ষা পালকের মমতা অধিক, ইহা চির প্রসিদ্ধ। অবশ্য, আমার এই মমতা ঠিক

সফল করিতে পারি নাই—কারণ অনেক ভাল ভাল কবিতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; কোন কোনটির দু'একটি চরণ, এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে—আপন মনে আবৃত্তি করি, আর সেই সুদূর অতীতের উদ্বেগহীন মধু-জীবন, তাহার অসীম রহস্য লইয়া হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠে। কাজেই এই কবিতাগুলি আমার নিকট, কেবল ছন্দোবদ্ধ ভাষা নহে—অধিকাংশ কেন, সকল কবিতা রচনার উপলক্ষ ও ঘটনা, আমার মনে রহিয়াছে। যে লিখিত, তাহার চোখে, মুখে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে ও কণ্ঠ-স্বরে, ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। সেই ভাবের দায়ে, যে মানুষটি পাগল হইয়াছিল, সেই পাগলের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আমোদ প্রমোদ ও জীবন মরণ—সবই আমার মানস নেত্রের পুরোদেশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং এই কবিতাগুলির সমালোচনা আপাততঃ আমার পক্ষে সম্ভব নহে। অনু-সন্ধানের ফলে, ভগবানের কৃপায়, আরও কবিতা ও গান যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কখন সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারি।

আমার একটা কৌতূহল আছে—অন্যের নিকট ; যাঁহারা কবিকে দেখেন নাই, তাঁহার বিষয় কিছুই জানেন না, তাঁহাদের নিকট এই রচনা গুলি, কবির পরিচয় কতটুকু দিতে পারে ? এই এক কারণ ; আর, এক জন অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য পালন। এই দুই কারণে তাঁহার রচনাগুলি একত্র করিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার আগ্রহ অনেক দিন হইতেই আমার ছিল। ইংরাজী ১৮৯৪ খৃঃ আমার বন্ধু বড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়, আমার নিকট রক্ষিত মহম্মদ আজীজের কবিতাগুলি ছাপাইবার জন্য, আমায় কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কবি তখন জীবিত ছিলেন—সে সময়ে কবিতাগুলি ছাপাইতে পারিলে, বড়ই সুখের বিষয় হইত এবং দশ জনের নিকট কবিতার কিছু আদর হইলে, কবির কিছু পরিবর্ত্তন হইত কিনা, তাহাও

দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ—তখন পুস্তক ছাপান হয় নাই—ঐ অর্থ দাতাকে ফেরত দেওয়া হয়। ইংরাজী ১৯০০ সালে কার্ণাহার গ্রাম হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক স্বর্গীয় নীল রতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'বীরভূমি' মাসিক পত্রিকা বাহির হইলে, আমি তাঁহাকে মহম্মদের কয়েকটি কবিতা পাঠাইয়া দিই। কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল এবং প্রায় সকলেই অতি আদর ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। কবি কিন্তু, তখন তাঁহার কবিতা প্রকাশের কোন কথাই জানিতেন না। এমন কি, তাঁহার পুরাতন রচনা যে আমি এতদিন ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিলাম—ইহাতে তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, কবিতাগুলি সত্য সত্যই যে তাঁহারই রচনা, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেছিলেন না। ১৯০৪ সালে 'সোপান' নামক আমরা যে সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত করি, তাহাতে কবির একটি কবিতা—'মারা কাটারি'—চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১১ সালে সিউড়ী হইতে 'বীরভূমি' পুনঃ প্রকাশিত হইলে, তাহাতে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত করি। দরিদ্রের মনোরথ, হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়ে মিলাইয়া যায়—কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হই না।

গত বৎসর লাভপুর অতুলশিব-ক্লাবের সভাপতি সাহিত্যপ্রিয় নাট্যকার জমীদার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যবিদ্যাভারতী কবিভূষণ মহাশয় ক্লাবে একটি সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই সভায়, বীরভূমের সাহিত্য চর্চ্চার পরিচয় প্রদান ব্যপদেশে, প্রসঙ্গত এই কবির একটি কবিতা অতি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করেন। সুরসিক নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু, 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্,এ, প্রভৃতি প্রবীন

ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই কবিতাটি শুনিয়া তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সকলেই কবির ও আবৃত্তি কারীর অশেষ প্রসংশা করেন। হাস্যরসরসিক নাট্যকার বসু মহাশয়, কবিতা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কবির আরও কয়েকটি কবিতা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে, আমায় বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যক্ষের ধনের ন্যায় আমি এই কবিতাগুলি এতদিন আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম—এখন আমার এই যত্ন ও স্নেহ সার্থক বোধ করিলাম। এই লাভপুরের সম্মিলনীতেই, লাভপুর অতুলশিব ক্লাবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মহম্মদ আজীজের কবিতাগুলির প্রথম সংস্করণ ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তাঁহার অনুরোধ বশতঃ, আমার নিকট রক্ষিত কবিতাগুলি বিষয় বিভাগ অনুসারে সজ্জিত করিয়া, মুদ্রণ জন্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ না থাকিলে, এই কবিতাগুলি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতনা। এ জন্য ইঁহারা উভয়েই শুদ্ধ আমার কেন, বাঙ্গলার সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। কবির অন্যান্য কবিতা ও গান আমরা অনুসন্ধান করিতেছি—আশা করি, কিছু কিছু উদ্ধার হইবে এবং আমরা সেই সমুদয় নূতন কবিতা ও গান, আবার জন সমাজে উপস্থাপিত করিতে পারিব। যাহাই হউক, ভগবানের কৃপায় গ্রন্থখানি জনসমাজে বাহির হইল। এখন আমি, কবির জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বাকী কয়টী কথা বলিয়া, আমার কর্ত্তব্য আপাততঃ শেষ করি।

কবি চিরকাল স্বচ্ছন্দ ও নিরালম্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। তাঁহার—

দুখ সুখ নাই বৈভব বিভব
কান্দিবার নাই মরিয়া গেলে।

নাহিক বিষয়　　　　মান অপমান
বালকেও ডাকে 'পাগল' বলে ॥

বাস্তবিকই কবিকে পাড়ার মেয়ে ছেলেরা 'পাগল' বা 'ক্ষেপা মিঞা' বলিত। আবার, তাহার নাম আজীজ উস্ শোভান বলিয়া, তাহাকে 'শিবু মিঞা' এবং তাহার নিত্য সঙ্গী আমাকে 'শিবু বাবু' বলিয়া ডাকিত।

কবি বাল্যাবধি, একেবারে বন্ধনহীন ও নিয়মহীন স্বাধীনতার মধ্য দিয়া জীবনের পথে চলিয়াছিল। প্রতিভা ছিল, কাজেই মনোযোগ দিয়া বিদ্যালয়ের পড়া শুনা না করিলেও ভাল ছেলেই ছিল এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় পুরস্কারও পাইত। জেলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল—দারিদ্র্যের জন্য আর পড়িতে পারে নাই। পড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকরীর বাজারে প্রবেশ করিল। সে কি চাকরী করিতে পারে ? সে সংসারের শিকল পরে নাই—নিয়মের বাঁধনে আসে নাই—তাহার উদ্দাম হৃদয়, আকাশে বাতাসে ছড়ান থাকিত। দিবারাত্রি সকলের সহিত আমোদ ও কৌতুক—ইহাতে কি আর চাকরী করা চলে ? প্রথম রোডসেস্ রিভ্যালুয়েসন্স্ আফিসে সিউড়ীতে ২০৲ কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণীগিরি—সে ইংরাজী ১৮৯০-৯১ সালের কথা। তখন 'ফুলজানি' ও 'শক্তিকাননের' গ্রন্থকার স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সিউড়ী রোডসেস্ আফিসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীশ বাবু অবশ্য জানিতেন, তাঁহার দরিদ্র তরুণ বয়স্ক কেরাণীটি কবিতাব্যাধিগ্রস্থ। কাজেই, মাঝে মাঝে অনাবিষ্ট দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতেন—'মুন্সিজী, কাজ করিতেছেন, না কবিতা লিখিতেছেন'।

রোডসেস্ আফিসে কাজ করিবার সময় গ্রীষ্মকালে একদিন সকালে আফিস হইতে আসিয়াই আমাকে বলিল—'আজ পাকুড় গাছের একটি পাতা কেমন মজা করিয়া কাঁপিতেছিল'! পাতার দোলন দেখিয়া তাঁহার

মনে একটি ভাবের জাগরণ হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি সেই দিনই একটি কবিতা বলিয়া গিয়াছিলেন, আমি লিখিয়া লইয়াছিলাম—এই কবিতাটির আমি নাম দিয়াছিলাম 'শান্তি নিকেতন'—তাঁহার সকল কবিতারই নামকরণ বা সংরক্ষণ আমাকেই করিতে হইত।

এই কবিতাটির কিয়দংশ মনে আছে; তাহা এই—

পুড়েছে কানন ফুল
ঝঙ্কারে না অলিকুল
উত্তপ্ত ভানুর তাপে তাপিত সংসার।
কাতরা নলিনী দাপ সহিতে সথার॥

অলস পাখীর দল
ঘুমে আঁখি ঢল ঢল
বিশ্রামের কোলে ঢেলে ক্লান্ত দেহ ভার
ছুটে ছুটে দিক্ হারা উড়েনাক আর॥

উন্নত বৃক্ষের চূড়ে
একাকী পাতাটি পুড়ে
ভূতলে পড়িতে চায় শাখাটি ছাড়িয়ে
পিঙ্গল শ্যামল কান্তি যন্ত্রনা ভুগিয়ে॥

প্রচণ্ড ভানুর করে
যেন ছট্ ফট্ করে
উলটি পালটি দেয় ছুপিট পাতিয়ে
যন্ত্রনা লাঘব হবে, তাই কি ভাবিয়ে?

রোড সেস্ আফিস উঠিয়া গেল। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়, তখন বীরভূমের কালেক্টারীর সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার

সহায়তায় কালেক্টারী আফিসে, মহম্মদ আজীজ কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সেখানেও অবশ্য, সে যে মনোযোগ দিয়া চাকরী করে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আমোদে, ক্রীড়া কৌতুকে, রহস্য উপহাসে, থিয়েটারে, গানে ও কবিতায় মস্‌গুল হইয়া দিন কাটাইত। এই সময় তাহার বিবাহ হইল এবং এখন হইতেই তাহার জীবন-নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। বিদ্যালয় তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন, নিয়ত অভাব-গ্রস্ত—অথচ চাকরীর মমতাও তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। মুসলমানের ছেলে, রোজা-নামাজ প্রভৃতি ধর্ম্মা-নুষ্ঠান, এমন কি টুপী পরা, দাড়ী রাখা প্রভৃতি সামাজিক রীতিতেও সে ধরা দিতে পারে নাই। তাহাকে বিবাহের বন্ধনে বাঁধিয়া সংসারের পোষমানা গৃহস্থ করিবার চেষ্টা, তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা ঘটাইল।

বিবাহ একবারেই সুখকর হয় নাই। বিবাহের পর হইতেই কবির জীবন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। এই পুস্তকের প্রারম্ভে—'মর্ম্মকথা,' 'প্রণয়ের প্রাণ,' 'আমারে ভুলালে কে'? প্রভৃতি কবিতা, এই সময়কার মনোভাবের পরিচয় মাত্র। বিবাহের কিছু দিন পর হইতে যেন তাহার মস্তিষ্কের বিকার আরম্ভ হইল। একেইত অস্বাভাবিক মস্তিষ্ক, তাহার উপর বিকার! তাহার ধারণা হইল যে, কোন বশীকরণের ঔষধ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেবন করান হইয়াছে। এই বিকারের কথা কিন্তু আমি ভিন্ন অপর কেহ শীঘ্র বুঝিতে বা ধরিতে পারিত না। এই অবস্থায় সে আফিস যাওয়া বন্ধ করিল। কালেক্টারীর চাকরী শেষ হইয়া গেল। এই চাকরী যাইবার উপক্রম হইলে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব তাহাকে ডাকিয়া স্নেহ সহকারে অনেক বুঝাইলেন, তিনি অনেক দিন তাহার চাকুরিটী বিশেষ চেষ্টা করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না। শেষ সময় সে আমার পিতৃদেবের

কথার উত্তরে বলিয়াছিল—'খোদা আওর একঠো দেলায় দেগা'। আমার পিতৃদেবকে সে, পিতার তুল্যই সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত—তদুপরি তিনি আফিসের উপরিতন কর্ম্মচারী—মস্তিষ্ক, বিশেষ বিকারগ্রস্ত না হইলে তাঁহার কথায় সে এরূপ অস্বাভাবিক রূপে হিন্দী ভাষায় উত্তর প্রদান করিতনা! চাকরী গেল; এই চাকরী যাওয়ার পর তাহার দারুণ অন্নকষ্ট আরম্ভ হয়। তাহার স্ত্রী, একটী শিশু পুত্র সহ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এখন একা—একেবারে একা ও অসহায়। এই সময়ে কি প্রকারে সে প্রাণধারণ ও জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়!

তাহার শরীর খুব দৃঢ় ছিল। শৈশব হইতে ব্যায়াম চর্চ্চা করিত এবং প্রতিদিন এক সের করিয়া ছোলা চিবাইয়া খাইত। হাতের মাংস-পেশী লোহার মত শক্ত ছিল। আমাদের পাঁচ জনকে একবারে স্কন্ধে লইয়া মাঠের মধ্যে অনায়াসে যেমন করিয়া ছুটিত, তাহাতে সুযোগ পাইলে সে শ্যামাকান্ত হইতে পারিত। তাহার কথা মনে হইলে মনে হয়, সে কি না হইতে পারিত! লাঠি খেলা, তরবারি খেলা, ডন, কুস্তী প্রভৃতিতে সে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

এই দারিদ্র্যের সময় তাহার একবারেই অন্ন জুটিতনা। মাঠের ধারে পশ্চিমদ্বারী ঘরের খোলা বারাণ্ডায়, একখান খেজুর পাতার চাটাইর উপর হাতে মাথা রাখিয়া, কি শীত কি গ্রীষ্ম চিরদিন, খোলা গায়ে ঘুমাইত—শীতের কন্‌কনে হাওয়া, তাহার লোহার শরীর কাঁপাইতে পারিত না—উপবাস-ক্লিষ্ট দেহেও তাহার প্রাতঃস্নান বন্ধ হয় নাই। তাহার এই দারিদ্র্যের সময় আমি কলিকাতায় কলেজে পড়িতাম। খবর পাইতাম, অনাহারে কষ্ট পাইতেছে—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় রাম রতন মিত্র আমার নির্দ্দেশ মত সাহায্য করিত; আবার আমি বাটী আসিলে, যথা সাধ্য সাহায্য করিতাম—কিন্তু আমাদের আর শক্তি কতটুকু? আর তাহার

চাহিবার প্রবৃত্তি বড় একটা ছিলনা—জগতে আমি ভিন্ন কাহাকেও অভাব বা অনাহারের কথা বলিত না—এমন কি, পৃথকান্ন ভ্রাতাদেরও না। সে নীরবে হাস্য মুখে অসহনীয় দুঃখ সহ্য করিতে পারিত। দুই তিন দিন আহার হয় নাই—সেই অবস্থায়, মলিন ও জীর্ণ এক খানি মাত্র কাপড়, কোন মতে নিজের হাতে পরিস্কার করিয়া, আমাদের দোয়াতের লালকালি ঠোঁটে মাখিয়া, হাসিয়া, গান করিয়া লোকের সহিত আমোদ করিয়া বেড়াইত! এ কি ধারণাতীত ব্যাপার! কিন্তু তাহার জীবনে তাহাই দেখিয়াছি! এই উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে সে কোন কিছু চাহিলে, আমি কোন কোন দিন তাহাকে বলিতাম—'তুমি এইখানে বস, উঠিয়া যাইতে পারিবেনা; তুমি কিছু লেখ—আমি তোমার খাবার বা যাহা কিছু আবশ্যক, বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি'। সে আমার অনুরোধ কখন অবহেলা করে নাই—আমি রহস্য করিয়া বলিলেও নয়। এমনি উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে লিখিতে বসিল এবং কিছুক্ষণ পর আমায় একটি সুদীর্ঘ ইংরাজী কবিতা লিখিয়া দিল। আমিও তাহার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম—কিন্তু বলিলাম, 'এমন সুন্দর কবিতা তুমি আমায় না বলিয়া ইংরাজীতে লিখিলে কেন—ইহা বাঙ্গলায় লিখিয়া দাও'—এই বলিয়া আমি তাহার জলখাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। সে জল খাইতে খাইতে সমগ্র কবিতাটি বাঙ্গলায় লিখিয়া দিল—আমি তাহার নাম দিলাম 'ফুলের ভালবাসা'। এই ভালবাসা-তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে আমি তাহাকে এই সম্বন্ধে আর একটি কবিতা লিখিতে বলি—কবি সেই দিন বৈকালে—'কারে ভালবাসি' কবিতাটি রচনা করে। এমনি করিয়া রহস্যচ্ছলে কায়দায় ফেলিয়াও, কবির নিকট আমি অনেকগুলি কবিতা লিখাইয়া লইয়াছিলাম।

কবি-জীবনের এই দারিদ্র্য-ক্লেশ পাঠ করিয়া, অনেকের অষ্টাদশ

শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যিকগণের দুরবস্থার কথা মনে হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের কবি ও ভারতবর্ষের কবি—ইহাদের মধ্যেও কত প্রভেদ! অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকদের অর্থার্জ্জন করিবার, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার একটা ভয়ানক চেষ্টা ছিল। তাহার ফলে তাহাদিগকে হিংসা,অসৎ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি দুর্নীতিপূর্ণ পথের পথিক হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের কবি, কবি হইয়াই নিজের জীবনের ধন্যতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার কথা ছাপা হইবে, লোকে আমায় প্রশংসা করিবে, আমি খ্যাতি লাভ করিব—এ সমুদয় কল্পনাই কখন তাহার মনে জাগে নাই! নিজের কল্পনার আনন্দে সে বিহ্বল থাকিত। বোধ হয়, ভারতের মায়াবাদ বা জগন্মিথ্যাবাদ এ দেশের খাঁটি কবিদের এই প্রকারের বৈরাগ্য মন্ত্রের উপাসক করিয়াছিল। কবি-জীবনের এই ভাব, সাহিত্য-সেবকের এই বৈরাগ্য, ইহা অবশ্য আর থাকিবেনা। কিন্তু ইহা ভারতের একটি খাঁটি ও দুর্ল্লভ সম্পদ্—এই জন্যই এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বলিয়া রাখিলাম।

এইরূপ দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কয়েক বৎসর অতীত হইলে, তাহার মস্তিষ্ক, এই দুঃখ কষ্টের ফলে যেন একটু স্থির হইয়া আসিল। এই অবস্থায় সে আবার সিউড়ী কালেক্টারী আফিসে নকল নবীসের কাজ পাইল এবং ক্রমে কি খেয়াল উঠিল, একটা উপলক্ষ পাইয়া মানভূমে বদলি হইয়া গেল। সেখান হইতে সে আমায় সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিত—কিন্তু আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়া, তাহার নিকট আর কোন কবিতা বা গান আদায় করিতে পারি নাই। সেখান হইতে সে আর একবার মাত্র সিউড়ী আসিয়াছিল—সেই আমার সহিত শেষ দেখা। আবার মানভূমে চলিয়া গেল এবং সেই খানেই সন্ন্যাস-রোগে হটাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

কবি মুসলমান হইলেও, তাহার ভিতর মুসলমানী ভাব আদৌ ছিল না সে কৃষ্ণলীলা বিষয়ে পদ রচনা করিত—কালীয় দমনের পালা রচনা

করিত—ব্রজ-ভাষায় কত কবিতা রচনা করিত। তবে সে আমায় বলিত এবং তাহার জেঠাইমার মৃত্যুর দিনে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিল যে, সৎকার-প্রথা মুসলমানের ভাল। তাহার এ অভিপ্রায়, সে তাহার, 'অন্তিমে' নামক কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছে—

অনুরোধ প্রিয়জনে আমার মরণ দিনে
সুন্দর সলিলে স্নান দিয়া
মৃত্তিকা শয়নে রাখি খুলে দেয় লিপ্ত আঁখি
মরে থাকি আকাশে চাহিয়া।

(পৃঃ ১৮)।

আশা করি কবির এ অনুরোধ, বিদেশে তাহার মুসলমান ভ্রাতারা পূর্ণ ভাবেই রক্ষা করিয়াছিলেন।

কবির জীবন, আমি যাহা দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, তাহা মোটা মুটি বলিলাম। প্রথম কথা, আজন্ম-সিদ্ধ প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তি লইয়া তিনি এ জগতে আসিয়াছিলেন। আমরা বুঝি ইহা জন্মান্তরের সাধনার ফল। যাঁহারা জন্মান্তরবাদী নহেন, তাঁহারা বলিবেন, ইহা ভগবানের দান—যাহার কোন ব্যাখ্যা নাই। এই প্রকারের কবিত্ব শক্তি লইয়া আমাদের দেশে অনেক লোকই আসে। এখন যেন মনে হইতেছে, এরূপ লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। জীবনের স্বচ্ছন্দতা, হৃদয়ের সরলতা, সামাজিক উৎসব ও আমোদ কৌতুক এবং সকলের উপর স্বাস্থ্য-হীনতা, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা, ও চমৎকারা অন্নচিন্তা—এই সকলের ফলে, আমাদের দেশে স্বভাব-কবির সংখ্যা যেন কমিয়া যাইতেছে। আমাদের এই কবি, সেকালের সেই স্বভাব-কবিরই একজন—তবে আরও উঁচু দরের। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর—রাঢ়ের পূর্ব্ব সীমা নবদ্বীপের উত্তর—ইন্দ্রানী পরগণা ও মনোহরসাহী পরগণা—সেই সুমিষ্ট মাটিতে

ভাবুক কবির জন্ম অতি স্বাভাবিক। কীর্ত্তন গায়ক আর ভাবুক কবি, গত চারি শত বৎসর ধরিয়া যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মিয়াছে —এই মুসলমান কবির সেই খানেই জন্ম। এই অঞ্চলের মুসলমানেরা হিন্দু সাহিত্য ও সাধনার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। মনোহরসাহী পরগণার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া কবি অতি শৈশবেই জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি আদিম বৈষ্ণব কবির লীলাস্থল বীরভূমে আসিয়াছিলেন বীরভূমই তাঁহার কৈশোরের কল্পনার এবং যৌবনের উজ্জল আবেগের স্বপ্ন-কানন।

স্বাভাবিকী প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তি লইয়া কবি জগতে আসিয়াছিল কিন্তু কবিরও দুরদৃষ্ট—আমাদেরও দুরদৃষ্ট! শৈশব হইতেই কোন রূপ সুশিক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পালিত হওয়ার সৌভাগ্য তাহার ঘটে নাই। প্রতিভা বড়ই কঠিন সম্পৎ। ইহাকে রক্ষা করা ও ইহার সদ্ব্যবহার করা, তপস্যার উপর নির্ভর করে। কবিকে সে তপস্যার পথ, কেহই দেখাইয়া দেয় নাই। এ কালের কবি কেবল দূর গগনের গায়ক-পক্ষী নহে। এ কালের কবি, স্বপ্নরাজ্যের অশরীরি জীব নহে। দূর গগনের বায়ু-মণ্ডলের বায়ু, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিয়া, একালের কবিকে এই ধূলার রাজ্যে হাতে পায়ে কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, একদিকে যেমন প্রতিভা চাই, দৈবী প্রেরণা চাই, অপর দিকে তেম্‌নি সংযত ও কঠোর তপস্যা চাই। কিন্তু সামাজিক জীবনে তাহার সে সৎসঙ্গ কৈ—সে স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশ-প্রভাব (Environment) কৈ ?—প্রতিভার অঙ্কুরে আলবাল বাঁধিয়া সে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা কৈ? সদ্যোজাত অঙ্কুরের রক্ষা করিবার সে অভিভাবকতা কৈ ?

কবির কথা চিন্তা করিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। কি মানুষই আসিয়া

ছিল! কত ভালবাসাই না তাহার হৃদয়ে ছিল! সে সকলকেই ভাল-বাসিত—প্রাণ ভরিয়া, ষোল আনা ভালবাসিত। সংসারের চাতুরীময়ী পদ্ধতি কাহাকে বলে, একদিনের জন্যও সে তাহা জানে নাই। তাই কবি বলিয়াছেন—

আমারে ভুলায়ে বাসায়েছে ভাল
আপনি বেসেছে বুঝে
সরল কবি তাহা না বুঝিয়া, তাহার সমগ্র ভালবাসা—
আপনা ভাবিয়ে তারে না চিনিয়ে
সঁপিয়ে দিয়েছি পায়।

কিন্তু, সেই সরল স্বচ্ছ হৃদয়ের অনর্গল প্রেম রসোচ্ছ্বাস, আপনাকে বিলাইয়া দিবার সেই উদ্দাম আকুলতা—তাহার পরিণাম কি হইল! সে ফুরাইয়া গেল! সে আপনাকে অল্প দিনেই নিঃশেষে ব্যয় করিয়া ফেলিল! তার—

অকুলে পড়িয়ে ডুবিল,—মিটিল
পিয়াসার সনে পরাণ ধন!

এই প্রকারের উদ্দাম জীবন, এই প্রকারের দুঃখ যন্ত্রণা ও অশান্তির সহিত নিত্য সংগ্রাম—চারিদিকের বিষময় প্রতিকুলতা—ইহার মধ্য দিয়া চলিবার সময় অসতর্ক পদস্খলন অসম্ভব নহে। কিন্তু নৈতিক জীবনের নির্ম্মলতা রক্ষার জন্য, তাহার ভিতরে একটা বিশেষ রকমের সংগ্রাম ছিল, ইহা আমি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়াছি। আমি তাহার আবাল্য বন্ধু। তাহাকে ভাল বাসিতাম, তাহার সহিত মিশিতে, তাহার গান শুনিতে বড়ই মিষ্ট লাগিত। তাহার সাহচর্য্যের দ্বারা আমি আমার নৈতিক জীবনে উপকার লাভ করিয়াছি।

ইহাই সংসারের লীলা। অজ্'না আঁধার হইতে বাহির হইয়া, উল্কার মত মধ্য পথে ক্ষণকালের জন্য আলোক বিকীরণ করিয়া আবার অজানা আঁধারে প্রবেশ! এমনি করিয়া কত আলো, কত সৌরভ আসিতেছে—চলিয়া যাইতেছে! কে কাহার কথা মনে রাখে! কে কাহার প্রতি চাহিয়া দেখে! ব্যস্ত ভাবে আপন পথে আপন কাজে সবাই চলিয়াছে। কিন্তু, হে কবি! তোমার জীবনের আলো আমার চোখে লাগিয়াছিল; হে কবি! তোমার হৃদয়ের সৌরভ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিল! তুমি নিজকে ব্যক্ত করিতে পার নাই—নিজকে ফুটাইয়া তুলিতে পার নাই—সে জন্য কোনরূপ চেষ্টাও কর নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি তোমার ব্যক্ত-জীবনের সূচীপত্রের মধ্য দিয়া,তোমার অব্যক্ত-জীবনের মহিমার স্নিগ্ধোজ্জল দীপ্তির কিছু আভাষ পাইয়াছিলাম। স্মৃতিরূপে পরম আদরে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে তাহা রাখিয়া দিয়াছি। তুমি হয়ত কোন্ দূর লোকে—এখানে যাহা চাহিয়াছিলে—ব্যাকুল ভাবে চাহিয়াছিলে, পাও নাই—এখন তাহা পাইয়াছ; এখানকার দুঃখ ক্লেশ ও অপরিপূর্ণতার পীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, সেই অব্যক্ত-জীবনের শান্ত-মহিমায় বিরাজ করিতেছ! আবার হয়ত একদিন দেখা হইবে! সেই পুরাতন কথা, আবার ভাল করিয়া, পূর্ণ করিয়া আলোচনা হইবে! এই সব ভাবিয়া, তোমার উদ্দেশে এই স্মৃতিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম—গ্রহণ করিয়া আমায় ধন্য কর—কৃতার্থ কর।

৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯
রতন-লাইব্রেরী,
বীরভূম

শ্রীশিবরতন মিত্র

পরিচয়

কুরঙ্গ।

পরিচয়।

মর্ম্ম-কথা

(১)

সুদীর্ঘ জীবন পথে শুধু যে কণ্টক-রাশি
প্রাণভরা শুধু হা-হুতাশ,
কোথা কোন্ পথ দিয়ে কোথা যেতে কোথা যাই
কে হেন করিল সর্ব্বনাশ !

(২)

নিদ্রা শুধু স্বপ্নময় দুঃখের আবাস হিয়া
পরের পরাণে শুধু হাসি,
অন্তরের অশ্রুভারে ছিঁড়ে যায় হৃদি-তন্ত্রী
কে শুনিবে, কারে বা প্রকাশি ?

(৩)

হৃদয়-পিঞ্জরে পাখী কেনরে চঞ্চল হ'লো
উড়িয়ে পলাতে চায় কোথা,
কি জানি কখন কার কি যে দোষ করেছিনু
কে দিলিরে এ দারুণ ব্যথা ?

(৪)

বিপিনে বাঁশরী স্বরে সে ভাবে মাতেনা পাখী
ভুলে গেছে নিত্য নব আশা
আঁখির মিলনে শুধু আর ত কাঁপেনা প্রাণ
কে ভুলালে প্রেম ভালবাসা!

(৫)

স্নেহের পালিত তরু কে তোরা গো ছিঁড়ে দিলি
কে হেন সাধিলি মনোবাদ
সুখের মালঞ্চময় কে কাঁটা ছড়ায়ে দিলি
কার সনে করেছি বিবাদ!

(৬)

ভ্রমর গুঞ্জন তান উঠেনা মালঞ্চে আর
মুঞ্জরে না নব আশা-কলি।
ফাল্গুন আগুন কেন অন্তর দগধি যায়
কাল সম কোকিল-কাকলি।

(৭)

প্রান্তরে প্রান্তরে বনে কে আগুন জ্বেলে দিলি
চকিত কুরঙ্গ সম হৃদি,
আগুন লাগায়ে বনে কেন গো বেড়িলি পথ
কে বধিলি অনলে দগধি!

(৮)

আমার নয়ন কোণে ছিলনা গো পাপ-লেশ
না বুঝে করিলি সর্ব্বনাশ !
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী কেন তোরা ছেড়ে দিলি
কে ভাঙ্গিলি নিকুঞ্জ-আবাস।

(৯)

ছেড়ে দে আমার পাখী অনল নিভায়ে দে—গো
চলে যা'ব সাগরের পার,
কুরঙ্গে বান্ধিয়ে, রজ্জু দে—আমার হাতে দে—গো
মা গো আমি, আসিবনা আর।

(১০)

তোদের আকাশ পানে না গো আমি চাহিবনা.
হাসিবনা কাঁদিবনা আর
কুরঙ্গে বিহঙ্গে পেলে, সংসার চাহিনা আমি
ভুলে যাব যন্ত্রণার ভার।

(১১)

মধুপ-ঝঙ্কারে যবে জাগিবে বনের ফুল
সাগর নাচিবে রবিতলে
বিহঙ্গ মধুর গানে মাতায়ে কুরঙ্গ-মন
উড়ে যাবে আকাশের কোলে।

(১২)

বিহঙ্গ মধুর স্বরে চঞ্চল কুরঙ্গে হেরে
ভুলে রব পূর্ব্ব-স্মৃতি-দুখ
এ দুঃখ সহিতে আর আসিবনা পুনর্ব্বার
পাষাণে বাঁধিয়ে রব বুক!

প্রণয়ের প্রাণ

দুরন্ত যৌবন দিনে কত সাধ হ'ত মনে
কত আশা আপনি ফুটিত
বনের ফুলের বাসে প্রেমের সরল-ভাবে
দিক্-হারা পরাণ ছুটিত।
অলীক আঁখির খেলা মুহূর্ত্ত ফুলের মেলা
সোহাগের সস্নেহ বচন।
বুক ভরা বিষ-রাশি বদনে সরল-হাসি
এই ছিল যতনের ধন।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সাধিয়ে স্বকৃত তানে
প্রকাশি গোপনে গানে মান
সেও ত কঠিন বলি মনে মনে অবহেলি
পাষাণেতে বান্ধিতাম প্রাণ।
কিন্তু চো'খে চো'খে হ'লে শঠতা যেতাম ভুলে
যৌবন সুলভ চপলতা
চোখে মুখে দিত দেখা মুছে যেত ভাব বাঁকা
জাগাইত প্রণয় মমতা।

সরল পরাণ খানি প্রেমের আবাস জানি
রাখিবারে দিত কত প্রাণ
প্রেমের এমনি ধারা প্রেমিকা আপন সারা
নিতে প্রাণ রাখিতনা মান।
কে জানে যে মনান্তরে পরাণ চাহিবে ফিরে
বিনিময়ে পরের পরাণ
তার প্রাণ ফিরে দিয়ে আপনার হারাইয়ে
প্রেম দায়ে এত অপমান।
বয়স ফুরায়ে গেছে প্রাণ আছে, আশা আছে—
তবে সে কলঙ্ক ভয় রাখি
নূতন কলঙ্ক নয় সেই সে কলঙ্ক ভয়
যে কলঙ্কে সশঙ্কিত থাকি।
যে কালি হৃদয়ে ল'য়ে জনম রয়েছি স'য়ে
এ যে কার দগ্ধ হা-হুতাশ
নিশ্বাসের তপ্ত বায় অন্তর দগধি যায়
কার কি করেছি সর্ব্বনাশ।
সেই সে কলঙ্ক পাপে না জানি কাহার শাপে
কি যেন পরাণে সদা বয়
জেনেছি নিতান্ত এবে কেবলি সহিতে হবে
প্রণয়ের প্রাণই দুঃখ-ময়।

আমারে ভুলালে কে ?

কি ছবি দেখায়ে ভুলালে আমায়,
(শুধু দেখি বলে) চাহিল পরাণ মোর ;
আপনা ভাবিয়ে তুলে দিনু হাতে,
কে জানে সে জন এমন চোর !

এ যে কার মন আমারে দিয়েছে,
চলেনা আপন বশে ;
এ যে শুধু কয় আপন কাহিনী,
দুখ সুখ নাহি বাসে ।

এ পরাণে দেখি কলঙ্কের রেখা,
আমার বিমল প্রাণ—
অতি যতনেতে পুষিয়া রেখেছি
আমারে করেছে দান ।

আমারে ভুলায়ে বাসায়েছে ভাল,
আপনি বেসেছে বুঝে,
রজত আশায় ফুলহার দিয়ে—
পাথরে রহিনু মুজে ।

জলের পরশে শিলা হয় ক্ষয়
মনেতে ধারণা ছিল,
স্নেহের নিঝর পাশেতে পুষিনু—
পাথর বাড়িয়ে গেল ।

কণা বালুকায়   বাড়িবে পাথর

কে জানে এমন রীতি,

স্নেহের লেখনি   বৃথায় সাধিনু

লিখিতে বরণ পাঁতি।

পাষাণের গায়   লোহার লেখনি

লিখিয়াছে কার নাম ;

এ যে তারি নামে   বিকাবে পাথর—

আমিও যে বিকালাম !

আমার কোমল   ফুলের পরাণ

তপত নিশাসে দহে ;

ফুলের লতিকা   পাষাণে রোপিনু

(সে যে) অধর চাপ্ না সহে।

আমার সে ফুলে   কেবল পড়েছে

আশার চাহনি রেখা ;

আমার হাসিতে   যে জন হেসেছে

তারি হাসি আছে লেখা।

তারি হাসি দিয়ে   তাহারি আশার

সঁপিব তাহারি কায় ;

(এ যে) আপন ভাবিয়ে   তারে না চিনিয়ে

সঁপিয়ে দিয়েছি পায় !

শত কোহিনুরে সে হিয়া দিবনা
আমার আনিয়া দে
সেও মোর নয় পরের পরাণ
(মিছে) আমারে ভুলালে কে ?

আমি তোমারি

কি রূপ দেখালে অবোধ ভুলালে
শুধু দরশনে বাঁচি
অপর বলিয়ে থেকনা ভুলিয়ে
আমি যে তোমারি আছি।
আমার সাধের সরসীর কূলে
গোলাপ লতিকা তুমি
তুষিতে তোমায় মোহন আলাপে
সেধেছি বাঁশরী আমি।
কোকিল কলাপ ভ্রমর-আলাপ
বনে বনে আছে শেখা
নিশির শিশির— সম স্নিগ্ধ নীর
আঁখি কোণে আছে রাখা।
উঁকি মেরে যবে ফুটিয়া উঠিবে
মুখেতে হাসির রেখা
সরলতা দিয়ে গরল ঢাকিয়ে
নীরবে চাহিবে দেখা।

সাধের গরবে চাহিয়ে রহিবে
মরমের কথা মুখে
সুখময় প্রাণ হাসির তুফান
বহিবে, ভাসিবে সুখে।
পবন-হিল্লোলে দু'লে দু'লে দু'লে
বাড়িয়া উঠিবে ফুল
নীরবে নীরবে মর্ম্ম কথা কবে
রাখিতে ধরম কুল।
তব কুল লাগি নিজ কুল ত্যাগি
বিজনে বাঁধিয়ে ঘর
তালে তাল দিয়ে বাঁশরী বাজায়ে
শুনাব মধুর স্বর।
কোকিল কূজন ভ্রমর গুঁজন
শুনিয়া পাবেনা ব্যথা
তোমার ও সাধে আমি নিজ সাধে
শুনাব প্রণয় কথা।
কোমল অধর পেয়ে ভানুকর
শুকায় মলিন হ'লে
সে দুঃখ ভুলাব আবার হাসাব
ভিজিয়ে নয়ন জলে।
পবনের শ্বাসে পাতা গুলি খ'সে
পড়িবে যখন ঝরে
পরাণে বাঁচিতে দিবনা মিটিতে
বাঁধিব আঁচল ধরে।

সকলি তোমার করিব আমার
আমি যত দিন জীব
আমি যদি দেখি তুমি মুদ' আঁখি
(আমি) তখন (ও) তোমারি রব।



সাধ

যে বনে হরিণী থাকে একাকিনী
হিংস্র, ব্যাধ, ব্যাধি না পশে যায়
লতা সুকোমল নব দূর্ব্বাদল
মনের সোহাগে ছিঁড়িয়া খায়;
যে নদীর তটে একা ফুল ফুটে
প্রভাত সমীর বিলায় বাস
মত্ত মধুকর পায়না খবর
কোথা কোন্ ফুল হলো প্রকাশ;
যে বনের পাখী কভু নয় দুখী
সুমধুর ফলে ফিরে না চায়
যে শান্তি কাননে সদা নিশি দিনে
ফুলে ফলে তুলে মহিমা গায়;
যে প্রান্তর পাশে মানব না আসে
যে পথে বহেনা পাপের ঢল
যে পুলিনে ব'সে প্রাণের হুতাশে
বিরহী ফেলেনি নয়ন জল;

যে বিজন বনে যে সুখ কাননে
নাই ঋতু ভেদ—সমান যায়
যে বৃক্ষের মূলে বসিলে কোকিলে
হুহু হুহু রব ভুলিয়ে যায়;
যে গগন বাসী অকপট শশী
নিতি নিতি হাসে মধুর হাস
ক্ষুধায় কাতর কাঁদেনা চকোর
করেনা ও শশী-সুধার আশ;
ডুবাইতে দুখ ভাসাইতে সুখ
মায়ার তুফান যে দেশে নাই
সেই রম্য দেশে পাগলের বেশে
একাকী পরাণে চলিয়ে যাই;
সেই তরু মূলে সেই মেঘ তলে
যতনে রচিয়া প্রেমের ঘর
সাধি এ রসনা করিতে ঘোষণা
বিরলে বসিয়া মহিমা তাঁর;
সাধ হয় মনে সেই সে বিজনে
গায়ে মাখি ধুলা—না দেখে কেউ
সেই নদী কূলে এ যাতনা ভুলে
বসে বসে দেখি নদীর ঢেউ;
পাগলের পারা তালমান হারা
নিজ ভালবাসা গানটি গাই
তরঙ্গের গায়ে আঁচল পাতিয়ে
ঘুমাতে ঘুমাতে চলিয়ে যাই।

আমি এই খানে ব'সে রব'

১

আমি এই খানে ব'সে রব'—

তোমাদের গান তোমাদের প্রাণ
তোমাদের সুর তোমাদের তান,
তোমাদের হাসি তোমাদেরি ভাল
তোমরা আমায় কিছুই ব'লনা
একের বেদনা অপরে বুঝেনা,
একে জ্বলে মরি জ্বালাতে এসনা—
আমি আপনি আপন হব—
আমি এই খানে ব'সে রব'।

২

আকাশের তারা নব দুর্ব্বাদল
চেয়ে চেয়ে সারা নিশি,
আঁচল পাতিয়ে বুকে হাত দিয়ে,
হেথায় রহিব বসি।
(আমি) নিঝরে নিঝরে গিরীশ বিবরে
খুঁজিব হারাণ মণি
গহন বিপিনে বিজন পুলিনে,
ধরিব যতনে ফণি;
(আমি) বনের লতায় সে ছবি আঁকিয়ে
সে আঁখি আঁকিয়া দিব,
দেখিব কে যায় আবার না চায়,
আমিও ত সেথা রব'

দেখে গে নয়ন দেখি কোন জন
গৃহেতে ফিরিতে চায়,

সে জন এমন আমার এ মন,
সঁপিব তাহার পায়।

৩

আমি—তুষার মালায় রচি শশধর
(তাহে) কাজল কালিমা আঁকি,
আঁচল ভিজায়ে ধূলা মাটি দিয়ে
গড়িব চাতক পাখী
আমি—পাথরের গায়, আঁচলে মুছায়ে,
সিন্দুরে সূরয গড়ি
সরসীর জলে সাঁতার কাটিয়ে
আনিব নলিনী ছিঁড়ি।
(আমি) করতালি দিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে
গাইব নদীর কূলে
(আমি) কেশগাছি ছিঁড়ে কাঁটায় গাঁথিব
বনমালা বনফুলে।
(আমি) কোকিলার সনে গা'ব উচ্চতানে,
কুহু কুহু কুহু স্বরে।
(আমি) সমগ্র দুপুর দাঁড়াইয়া রব
গাছের শাখাটী ধ'রে।
বসন্ত বাতাস ছুটিয়া বেড়াবে
শাখায় শাখায় ঘুরে
বাজাবে বিটপি পাতায় পাতায়
ঝর ঝর ঝর সুরে;

প্রজাপতি সনে ময়ূরী নাচিবে
ভ্রমরী গাইবে গান।
আধা ফোটা ফুল ছড়ায়ে পড়িবে,
পাপিয়া হাঁকিবে তান;
(আমি) হরিণী দেখায়ে চাঁদেরে ভুলায়ে'
হরিণে কাড়িয়ে লব'
বুকে বুকে তার জেগে রব নিশি
আমি কলঙ্কিনী হব।
পাহাড়ের গায় বিটপির ছায়,
লতায় বাসর গড়ি
লতা ফাঁসি দিয়ে মৃগেরে বাঁধিয়ে
ফুলের বিছানা পাড়ি
পরাব বসন চাঁদের কিরণ,
(আমি) বাসর জাগিয়ে রব'।
নয়নে নয়নে বাঁধিয়ে দুজনে,
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিব।
আধ ফোটা ফুলে রচিয়ে মালিকা
পরাব স্তন করে
(আমি) ফুলের লাগিয়ে এ ঠাঁই ও ঠাঁই
কেবল বেড়াব ঘুরে।
যদি জলাভাবে শুকায় লতিকা
ঢালিব নয়ন জল,
মুঞ্জরি লতিকা ফোটাবে কোরক,
রহিবে হাসির ঢল।

হৃদয় ধারায় যত অশ্রু আছে,
(আমি) সকলি ঢালিয়া দিব।
তবু যদি ফুল না ফুটিতে চায়,
(আমি) কেঁদে কেঁদে মরে যাব—
আমি এই খানে বসে র'ব।

অন্তিমে

নশ্বর এ দেহ ধ'রে এসেছি দুদিন তরে
মৃত্যুমুখ জীবের জীবন !
জানি এ সংসারময় চিরস্থায়ী কিছু নয়
প্রীতি, স্নেহ সব অকারণ ;
শুধু সে মায়ায় ভুলে পাপ এ সংসার কোলে
শিশু সম করি ছুটাছুটি,
খেলা যবে সাঙ্গ প্রায় সময় ফুরায়ে যায়
শুদ্ধ করে কালের ভ্রূকুটী।
তবু সে মনের দোষে দুষ্ট এ আঁখির বশে
সুন্দর যা দেখি ভালবাসি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সকলি সুন্দর দেখি
তরু, লতা, তারা, সূর্য্য, শশী ;
মায়ার কুহক বলে দিবা নিশি থাকি ভুলে
অন্তিমের ভাবিনা ভাবনা,
ভাবি কিন্তু দিন যাবে আমার কিছু না রবে
রূপ, প্রেম, অন্তিম-যাতনা।

এই সে মমতা স্মরি নয়নে ঝরিবে বারি
এই রূপ ভাসিবে নয়নে,
সকলি কণ্টক হবে আপন কিছু না রবে
একা রব মৃত্তিকা শয়নে।
মৃত্যু ত সকলে সয় শুধু মনে ভয় হয়
কি ক'রে ভুলিব ভালবাসা,
সংসারে সুন্দর রাখি কি করে মুদিব আঁখি
বুকে ধ'রে মধুময় আশা !
চতুর শমনে যদি মানব করিত বিধি
তবে কি সে পারিত আমারে !
রূপের সাগর জলে ডুবিয়ে অতল তলে
লুকাতাম জনমের তরে !
অনুরোধ প্রিয় জনে আমার মরণ দিনে
সুন্দর সলিলে স্নান দিয়া,
মৃত্তিকা শয়নে রাখি খুলে দেয় লুপ্ত আঁখি
মরে' থাকি আকাশ চাহিয়া ;
সেই বৃক্ষতল-ছায় যেখানে বিহঙ্গ গায়
দিবানিশি সঞ্চরে সমীর,
সুন্দর ফুলের বাসে অসময়ে অলি আসে
ঝরেনা দুখের আঁখিনীর ;
সুন্দর চাহনি দিয়া শান্ত হাসি মাখাইয়া
রূপ-ভরা প্রকৃতি-প্রতিমা
হাতে ভালবাসা ল'য়ে চিরকাল সুখে চেয়ে
দাঁড়াইয়া রবে মনোরমা।

(কিন্তু) প্রতিমা তো ভেঙ্গে যাবে আমার কিছু না র'বে
কেমনে বা র'বে সে বিজনে!
আমি যেন দেখে যাই সংসারে সুন্দর নাই—
মৃত্যুকালে শান্তি পাই মনে।

প্রেম

প্রেম

—•—

কারে ভাল বাসি

ক'ত দূর দূর হ'তে বিদেশী বিহঙ্গ আসে
কত নদ কত নদী সাগর-পর্ব্বত ঠেলি
কত ভাব, কত সুর মাখা,—
কত যে নূতন গানে, কি কত নূতন তানে
মধুর কি গীত খানি বনে থেকে শিখে এসে
গেয়ে গেয়ে দিয়ে যায় দেখা!

২

সাঁতারি আকাশ কোলে চেয়ে চেয়ে দেখে যার
কোন দেশে হৃদয়ের ভালবাসা রূপ রঙ্
ফুটিয়াছে কোথা সেই জানে,
পড়িলে নয়ন পথে বুঝি, সে শ্যামল-ছটা
গুণ গান গেয়ে গেয়ে মুহূর্ত্তের তরে এসে
মাতায় নিকুঞ্জ মধুতানে।

৩

শস্য মেঘমালা বুকে চঞ্চল তড়িৎ সম
ছুটে ছুটে বুক পেতে তরঙ্গে ভাসিয়ে যায়,
চলে যায় আবার কোথায়;
ভালবাসা রূপ বটে, মধুর ললিত তান,
আপনার ক্ষুদ্র প্রাণে যা দেখে সে ভালবাসে—
ক্ষুদ্র সে পবনে ভেসে যায়!

৪

কোমল শিশির কণা সোহাগে ঝরিয়া পড়ে
গোপনে গোলাপ দলে সোহাগে ফুটায়ে যায়,
ভালবাসা বড় ভালবাসে,
সুস্নিগ্ধ স্নেহের বিন্দু,-- নিন্দিত মুক্তার মালা
সহেনা সূর্য্যের ছটা নিমেষে শুকায়ে যায়—
মিশে যায় পবনের শ্বাসে !

৫

বনের উড়ন্ত পাখী, ক্ষুদ্র শিশিরের কণা,
ভালবেসে কান্দিবার কার এত সাধ আছে
তাই ভাবি কারে ভালবাসি ?
না যদি বাসিয়ে ভাল, আমি যদি ভাল থাকি
কি ক্ষতি আমার তায়, শুধু তার গীত গাব
যবে মন—চলি যাব—আসি !

৬

যদি ভাল বাসি কভু, অত ক্ষুদ্র কণা নয়,—
ও পাখী যে বনবাসী- সেই বন-ছায়াতলে
বসি একা আপনার মনে,
যে বিশাল হৃদি বুকে মিশায় শিশির কণা,
সেই সাগরের জলে হৃদয়ের ভালবাসা
ঢেলে দিব গোপনে গোপনে !

৭

ভালবাসা গীত গা'ব ছুটে যাবে বনে বনে—
করি প্রতিধ্বনি-গান বাতাসে ভাসিয়া যাবে
মিশে যাবে শুনিবেনা কেউ,

বনের পাতাটি তুলি 'কারে ভাল বাসি' লিখি
সাগরে ভাসায়ে দিব দূরে বয়ে নিয়ে যাবে
বুকে ধরি সাগরের ঢেউ!

ফুলের ভালবাসা *

সোহাগে উঠিল ফুটি
সুকোমল ক্ষুদ্রপ্রাণা
স্নেহের অপরাজিতা
সুখময় নির্জ্জন পুলিনে,
তাপিতা ভানুর করে
দাঁড়ায়ে তটিনী পাশে
নেচে নেচে কাটাইত,
তটিনী তুষিত সযতনে।

২

তটিনীর কল্ কল্
ভ্রমরের গন্ গনি,
সুশীতল জলকণা,
সুবিমল শ্রান্তি-হরা শশী,

* কবি এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ ইংরাজী কবিতা রচনা করেন এবং আমার অনুরোধ ক্রমে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাব লইয়া এই কবিতাটি রচিত হয়। ইংরাজী কবিতার প্রারম্ভ এইরূপ—

There blushed a lonely flower
A silly little thing
And merry passed its sunny hour,
Beside a tiny spring.

শিবরতন।

নেহারি নেহারি সদা
যৌবন উঠিল মাতি
হৃদে কি বহিল যেন—
উছলি উঠিল রূপ রাশি।

৩

গোপনে আপন প্রাণে
বাড়িয়া উঠিল বালা,
গড়াইল মধু ভাব—
অধীরতা পশিল পরাণে।
আপন গরব ভরে
আপনি সরম পায়,
চেয়ে চেয়ে চারিদিক্—
চেয়ে রয় আকাশের পানে।

৪

প্রভাতী সমীর-শ্বাসে
ঢালিতে সৌরভ রাশি,
ব্যাকুল হইল বালা
শিখিবারে ভালবাসা রীতি,
লিখিয়ে সুরভি লিপি
নিমন্ত্রিল মধুকরে,
যে চাহে ফুলের প্রেম—
কোকিল, ভ্রমর, প্রজাপতি।

৫

কেহত-গো শুনিলনা,
কেহত-গো বুঝিলনা,

মূর্চ্ছাগতা ফুলবালা
প্রাণের পিপাসা র'য়ে যায়,
কে করে মধুর আশা,
কে চাহে চপল প্রেম,
নব প্রস্ফুটিত রূপ—
যৌবনের ভার দিবে কা'য়!

৬

ঝরিল আকাশ হ'তে
স্নিগ্ধ শিশিরের কণা
ঘুমন্ত নয়ন মেলি
চমকি চাহিল ফুলবালা!
শীতল চুম্বন স্পর্শে
শিহরিল কলেবর
চাপিয়া ধরিল বুকে
ক্ষুদ্র-প্রাণা শিশির চপলা!

৭

প্রভাতে রবির কর
পরশি শিশির কণা
মণি সম ঝক্‌ঝকি
জ্বলিয়া উঠিল জলকণা,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে মাতি
নেহারে তটিনী বুকে
নব প্রেম মুঞ্জরিত
রূপ রাশি,—নীহার বদনা।

ঝরিল শিশির কণা
মিশিল তটিনী জলে,
উদাস চাহিল বালা
ভেঙ্গে গেল সুখের স্বপন,
ভাঙ্গিল স্বপন সহ
ফুলের কোমল কায়,
দেখিতে ছুটিল স্রোতে
ভালবাসা স্বপ্ন নিকেতন।

৯

বিন্দু ভালবাসা তরে
সাঁতারি পাথারে বালা
সাগর সঙ্গম বুকে
ছুটিয়া পড়িল কোন দূরে,
তটিনী সাগর বুকে,
সাগরে মিশিল কণা
অতলে ডুবিল বালা
বিন্দুময় অকুল পাথারে।

১০

যেখানে অতল তলে
জ্বলিছে প্রণয় বাতি
বহিছে রূপের ঢেউ
বসিয়াছে মুকুতার মেলা
মত্ত ভালবাসা মদে
রূপের ঝলকে আলো

করিয়া সাগর গর্ব্ব,—
মুক্তার সাগর সুরবালা।

১১

বিহ্বল ফুলের প্রাণ
চাহিল মুকুতা পানে
বিস্মরি শিশির কণা
যাচিল মুক্তার ভালবাসা,
হাসিল ঘৃণার হাসি
তুচ্ছ ভাবে অবহেলি,
দেখিলনা চাহিলনা
অস্ত গেল ফুলের ভরসা।

১২

সাগর উদ্দেশ করি
চাহিল মুকুতা দল
মহান্ সাগর ক্রোড়
দেখাইল তাহাদের স্থান,
অগাধে বেসেছি ভাল,
অতলে পড়িয়ে রই,
ভাসিনা ক্ষণিক সুখে—
নাহি চাই ও হেন পরাণ।

১৩

অসীম সাগর বুকে
ডুবিয়া হারাল কণা,

খুঁজিতে হারাল ফুল
কুলহারা অতল সাগরে,
ক্ষুদ্র সে ফুলের হিয়া,
ক্ষণিক শিশির কণা,
অবোধের ভালবাসা
প্রাণ সহ মিটিল আঁধারে।

১৪

ক্ষণিক প্রেমের পিয়াসা মিটাতে
ডুবিল খুঁজিতে প্রণয় ধন,
অকূলে পড়িয়ে ডুবিল,—মিটিল
পিয়াসার সনে পরাণ ধন!

প্রণয়।

১

স্বর্গের স্বরগ-চ্যুত—পবিত্র প্রণয়,
স্বরগে তোমার জন্ম,
স্বর্গীয় তোমার কর্ম্ম
দুর্গম তোমার মর্ম্ম
মধুর নিশ্চয়,
তোমায় প্রকৃত সুখ মানবের নয়।

২

প্রণয়রে! শূন্যে তুমি স্বর্গের সোপান,
কত ঋষি তপোবনে
কত যোগী যোগাসনে

কত সাধে নিশি দিনে
পায়না সন্ধান,
কখন কি ভাবে তুমি কোথা অধিষ্ঠান।

৩

অন্ধের নয়ন তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান,
তুমি কৃপা কর যারে
সংসার ভুলাও তারে
শিখাইয়া দাও তারে
সুখের বিধান,
বিরলে বসিয়ে গায় তব গুণ গান।

৪

নির্ম্মল প্রণয় চায় পবিত্র পরাণ,
রূপের প্রণয় নয়
গুণের প্রণয় নয়
কুলের প্রণয় নয়
কিম্বা ভাগ্যবান,
সে পথে অভাগা কত পেয়ে যায় ত্রাণ।

৫

বুঝেনা মানব কিসে অঙ্কুর তোমার,
বুঝেনা তোমার গতি
জানেনা তোমার রীতি
কি ভাবে তোমার স্থিতি
বুঝে উঠা ভার,
জানেনা মানব তুমি কিসে হও কার।

৬

অনুমানে বুঝি তুমি কঠিনের নও ;
কঠিন স্বভাব যার
বিফল সাধনা তার
মিছা সহে দুখ ভার
(তবে) কেন আশা দাও,
তুমি ও কঠিন আহা আশ্রিতে কাঁদাও।

৭

কুটিল সংসারী মিছে করে আবাহন;
সংসারে ডুবিয়া থাকে
তবু মনে সাধ রাখে
তব গুণ গায় মুখে
প্রণয়ী যে জন;
রাখিতে তোমার মন দিতে নারে মন।

৮

প্রণয় পবিত্র নিধি সংসারের সার;
সরল প্রণয়ী জন,
পবিত্র প্রণয়ী মন
অমূল্য প্রণয় ধন,
সৃষ্টি বিধাতার,
যে বুঝে তোমায় তার মর্ম্ম বুঝা ভার।

৯

অস্তিত্ব তোমার বুঝি সংসারেতে নাই
গঠিত শূন্যের ধূলে
পালিত শূন্যের কোলে

স্থাপিত প্রেমের মূলে,—
তব ভিত্তি নাই !
স্থায়িত্ব-ভিত্তির সনে সচঞ্চল তাই।

১০

তবে কেন তব নামে এ হেন মাধুরী ;
সংসারী বিরাগী বেশে
বিজনে বিপিনে পশে
ভূপতি তোমার বশে
পথের ভিখারী,
পাগলের বেশে যাপে দিবস শর্ব্বরী।

১১

এ হেন পবিত্র ভাবে কলঙ্ক প্রকাশ ;
দম্পতী তটিনী তটে
তোমারি ক্ষমতা রটে
তোমারি মাধুরি বটে
বাড়ায় উচ্ছ্বাস
পারেনা লভিতে, কেন লয় অবকাশ।

১২

প্রণয়রে ঐ টুকু কলঙ্ক তোমার,
সাধিয়ে একান্ত মনে
পুলিনে প্রান্তরে বনে
কেন্দে কেন্দে দুটী জনে
আসেনাক আর ;
মূর্খতার রাখে শুধু কলঙ্ক তোমার।

———•———

এ হেন বারতা তুলনা

১

যে হাসি গরবে কমলিনী মরে,
সে হাসি কি প্রিয়া জানেনা ?
পাছে সে ভ্রমর দংশয়ে অধরে
তাই ভেবে প্রিয়া হাসেনা।

২

যে তারার হারে নিশা-দেবী সাজে,
সে কি তা সাজিতে পারেনা ?
কোমল কুসুম পাছে ব্যথা পায়,
তাই ভেবে মালা পরেনা।

৩

কমলিনী সুখী ভ্রমর ঝঙ্কারে
তারে কি তা ভাল লাগেনা ?
ভানু ডুবে যায় যখন সে হাসে,
ভ্রমর তখন জাগেনা।

৪

চকিত হরিণী যে নয়নে চায়,
সে কি সে নয়নে দেখেনা ?
ব্যাধের তাড়না সহেনি বলিয়ে
তাই মনে ভয় রাখেনা।

৫

যে রবে কোকিল কানন মাতায়,
সে কি তা গাহিতে জানেনা ?

পাছে সে কোকিল শুনে লাজ পায়,
তাই ভেবে প্রিয়া গাহেনা।

৬

যে সুধার ধারা সুধাকর ঢালে
সে কি তা ঢালিতে পারেনা ?
পাছে সে চকোর করে জ্বালাতন,
তাই ভেবে দান করেনা।

৮

কলঙ্কী চন্দ্রমা, পঙ্কজ কমল,
সে মুখে এ মুখ তুলনা !
সে যেন শুনে না কেঁদে মরে যাবে,
"এ হেন বারতা তুলনা !"

বাসনা।

আহা ! যদি প্রিয়তমা হইত আমার,
তা নয়,—
আহা যদি প্রিয়তমা হইত নলিনী
সরসী হইত যদি মোর আঁখি দুটি
জাগিত ভাস্কর যদি দিবস রজনী
ফুটিয়া রহিত যদি অম্লান নলিনী ;

২

আমি যদি হইতাম সরস বকুল
হইত সে প্রিয়তমা প্রফুল্ল মালতী
শরতে হেমন্তে যদি বিকশিত ফুল
ভ্রমর ঝঙ্কারে দোঁহে করিত আকুল ;

৩

আমি যদি হইতাম বিশাল আকাশ
প্রেয়সী হইত যদি পূর্ণিমার শশী
নিতি নিতি সমভাবে হইত প্রকাশ
বরষায় হাসিত সে শরতের হাস ;

৪

যদি সে বাসন্তী উষা হইত প্রেয়সী
বনচর বিহঙ্গম হইতাম আমি
ফুটিত নলিনী যবে পোহাইত নিশি
শুনাতাম মধুরব বৃক্ষশাখে বসি

৫

আমি যদি হইতাম বরষার জল
প্রেয়সী আমার যদি হইত চাতকী
মধুমাসে ঢালিতাম বারি সুশীতল
ঝরিতাম প্রেয়সীর সাধে সে কেবল ;

৬

আমি যদি হইতাম জলধি অপার
স্নেহের পুত্তলি যদি হইত মুকুতা
শুষিতাম নদ নদী গর্ব্বে আপনার
নিরবধি রহিতাম অকূল পাথার

৭

আহা যদি সোহাগিনী হইত তটিনী
আমি যদি হইতাম প্রবাহিত বারি
তুষিতাম তৃষাতুর হরিণ হরিণী
ছুটিতাম গেয়ে গেয়ে কুল কুলধ্বনি ;

৮

আমি যদি হইতাম নিশির শিশির
সে যদি হইত মোর প্রফুল্ল কুসুম
দিবসেও ঝরিতাম ঠেলিয়া মিহির
হাসিয়ে কুসুম বালা হইত অধীর ;

৯

মধুচক্র হত যদি সে মধু বদন
চঞ্চল মক্ষিকা বিধি গড়িত আমায়
ফুলে ফুলে করিতাম মধু আহরণ
রাখিতাম স্তরে স্তরে করিয়া যতন ;

১০

বাঁশের বাঁশরী যদি হইত সে প্রিয়া
আমি যদি হইতাম অবোধ রাখাল
ফুঁকিতাম দিবা নিশি মুখে মুখ দিয়ে
নীরবে বিজনে ধ্বনি যাইত ছুটিয়া ;

১১

সে যদি আমার হত,

না,—

আমি কায়া, সে যদি হইত মোর প্রাণ
আমি যদি সে হতাম, সে হইত আমি
নীরবে মুদিয়া আঁখি হারাইয়া জ্ঞান
ধরাধামে রাখিতাম প্রণয় নিশান।





বিরহ

বিরহ

ভুল

১

সখি, আপন জ্বালায় মরি!
এমন পাগল পরাণ এ ছাই
তিলেকের তরে শান্তি নাহি পাই,
কোথা কি দেখেছে, কে যে কি বলেছে,
কার রূপ দেখে এমন ভুলেছে
কিছুই বুঝিতে নারি!
নিমিষের তরে স্থির নাহি রয়
ছুটোছুটী করে সারা প্রাণময়,
পর কি আপন, বুঝেনা এ মন
সদা কার তরে চঞ্চল এমন ;
মরে কেন্দে কেন্দে কারে স্মরি
আমি আপন জ্বালায় মরি।

২

ভুলালে যে জন, জানি তাঁর মন,
পাষাণের চেয়ে কঠিন সে জন
গরলে গরলে চাতুরী কৌশলে
হাসির সোহাগে নয়নের জলে
সেজন চতুর অতি।

কিশোরে পরাণ পাগল করেছে,
কোন পথ দিয়ে কোথা সে পশেছে,
ভোলা মন পেয়ে, রেখেছে ভুলায়ে,
কিছু যে চাহেনা বুঝাব কি দিয়ে,
কেন, হইল এমন মতি
জানি, সেজন চতুর অতি।

৩

বুঝি বলেছিল,—
ফুল ফুটিলে, অলি জুটিলে
আমি আসিব :
আঁখি মুছায়ে, আঁখি মুছিয়ে,
তোমায় হাসাব
আমি হাসিব।
সে'ত-বসন্তে, শীত অন্তে,
ফুল কত—কি
বনে, বিপিনে কেহ ফুটেছে
কেহ ফুটিছে—
হাঁকে চাতকী।

৪

বুঝি বলেছিল,—
ভানু মাতিলে, ধরা তাতিলে,
যখন নিদাঘে ঝরিবে দেহ,
পাখী নীরবে, শাখে ঘুমাবে,
পথে পথিক রবেনা কেহ ;

রবি খর-করে যদি ঘাম ঝরে,
আমি, আঁচলে মুছাব দেহ,
কথা ঠেলনা, কোথা যেওনা,
দে'খ ভুলোনা, ভুলালে কেহ,
রবি মেতেছে, ধরা তেতেছে,
বনে পুড়েছে সরস ফুল
সে'ত এলনা, এত ছলনা,
তবু গেলনা মনের ভুল !

৫

বুঝি বলেছিল,—
নব নীরদ মালা, করিবে খেলা,
বিজলি ছড়ায়ে বুকে,
তুমি থেকোহে মনে রেখোহে,
আমি আসিয়া মিলিব সুখে।
সে'ত এখনি, ভাসে ধরণী
ঝরে বরিষা নূতন বারি ;
খেলে বিজলি, ধরা উজলি,
নাচে নীরদ আঁচল ধরি !

৬

বুঝি বলেছিল,—
নীরদ লুকালে, ধরণী শুকালে,
যখন আকাশ সুনীল হবে
রাত শশধর, তারকা নিকর
হাসিতে ভরিয়া যাবে ;

আমি আসিয়ে, মধু হাসিয়ে,
কেন্দে কান্দায়ে তোমারি হব।
সে'ত এখনি, হাসে চাঁদিনী,
সে'ত আসেনি—
কেমনে রব?

৭

বুঝি বলেছিল,—
শরত মিভিবে হেমন্ত ফুটিবে,
তখন চাহিও সুখ
সাগর ঠেলিয়ে, সকলি ভুলিয়ে,
ঘুচাব তোমারি দুখ।

৮

বুঝি বলেছিল,—
খর দিবাকর, হলে ক্ষীণকর,
যখন—উদাস বহিবে বায়,
হিম প্রভাবে, ধরা কাঁপিবে,
নদী হইবে তুষারময়।
দেশ দেশান্তরে, সাগরের পারে
আমি যথা থাকি, আসিব,
পথ চাহিয়ে, দুঃখ সহিয়ে,
তুমি থাকিও, আমি তুষিব।

৯

যখন—
এখন উষা, এখন নিশি,
উঠেনি তপণ, ডোবেনি শশি,

আঁধারের গায় আলোক রেখা,
এখন বাতাস শিশির মাখা
মুদিত নয়ন মানস জাগে ;
কান্দিছে নলিনী নবীন রাগে ;
আমি স্বপনে শুনেছি তাহারি স্বর ;
সে যে এখন আপন, এখন পর।

১০

যখন—
উজলি ধরণী উঠিল রবি,
কুমুদিনী কান্দে, মলিন ছবি,
প্রভাতে জাগিল ভ্রমর কুল ;
এখন গেলনা মনের ভুল।

ঘুমঘোরে

নিশীথের ঘুম ঘোরে আঁখি দুটি চেপে ধরে
কপালে মারিয়ে টীপ্ করায় চেতন
কি এক নূতন স্বরে বল' বল' প্রশ্ন করে
বলি বলি করে যেন হলো বিস্মরণ।

একটি একটি করি আঙ্গুলে আঙ্গুল ধরি
চিনেছি চিনেছি বলি চিনেছি তোমায়
আঁখিতে আঁধার দেখি কার নামে কারে ডাকি
'ঠকেছ' ঠকেছ' বলে' হেসে ভেঙ্গে যায়।

তখনি মলিন মুখ কান্দায়ে ভাসায় বুক
কে বটে শুধালে কথা দেয়না উত্তর
রাগে মুখ রাঙ্গা করি আড়ে আড়ে যায় ফিরি
অভিমান করে যেন বাড়ায় আদর।

কার 'পরে এত মান কেন এত অভিমান
ছুঁওনা ছুঁওনা বলি সরিয়ে দাঁড়ায়
দেয়ালের এক পাশে দাঁড়ায়ে চোরের বেশে
খুঁটে খুঁটে ছোট ছোট পাথর ছাড়ায়।

ঘুমন্ত শিশুরে তুলে আদরে চুম্বিয়া গালে
কজ্জলের রেখা দুটি নয়নে পরায়
খেলে সেই কুটীলতা প্রাণে মোর দিতে ব্যথা
মুখ হতে স্তন কেড়ে শিশুরে কান্দায়।

কান্দিলে ক্রোধের ভরে স্নেহের চাপড় মারে
বাঁ হাতে মেরেছি বলে ফের ফিরে মারে
আঁখি ভারে বারে বারে তিরস্কার করে মোরে
দেখায় সহিছে এত শুধু মোর্ তরে।

উঠিয়া হইল খাড়া বুকে দুটী হাত যোড়া
ব'লে গেল,—'রেখো মনে, যাই আমি তবে'
'না মনে রবেনা বলে' কোঁচার আঁচল খুলে
টয়া বান্ধিল গিঁঠ, কিজানি কি ভেবে।

'এই আমি আসি' বলে একাকী আঁধারে ফেলে
দেখা দিয়ে লুকাইল সে চারু বদন,—

ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর সুখ নিশি হলো ভোর
ঘুম সনে ভেঙ্গে গেল সুখের স্বপন।

শাখার অন্তরে থাকি কোকিলা খুলিল আঁখি
কুহু কুহু রবে ঐ কানন মাতায়
এখনও মুদিত আঁখি বুকে দুটী হাত রাখি
অভাগার পাশে শিশু একাকী ঘুমায়।

এতকি কঠিন।

(১)

আজিও শরৎ শশী পূর্ণ অসম্পূর্ণ ভাবে
বিতরে কিরণ
সেই নীরদের ছায়া আবরে বিধুর কায়া
সেই আকাশের বুকে তারা অগণন
সেই শশী, সেই তারাগণ।

(২)

এখনও ফুলের মালা উদ্যানে গোপনে হোক
মলয় সমীর
দুলাইয়ে হৃদি পরে ফুটায়ে সোহাগ ভরে
নীরবে ঝরিয়া পড়ে নিশির শিশির
সেই ফুল, সেইত শিশির।

(৩)

ঐত বিহগ কুল সুখে হোক দুখে হোক
গায় চির কাল,
সেই তমালের পাশে নিতি যায় নিতি আসে
ভুলেনি বিহঙ্গ রব সুখের সু-তাল
সেই পাখি, সেইত তমাল।

(৪)

এখনও নীরদ কোলে শীতে হোক বরষায়
বিদ্যুতের খেলা
কালই নীরদ ঘটা তেমনি বিদ্যুত ছটা
আঁধারে মধুর হাসি, তেমনি উজলা
সেই হাসি, সেইত চপলা।

(৫)

আজিও প্রাচীন ভানু ক্ষীন বা প্রচণ্ড হোক
এখন প্রকাশ
নীলনভঃ হৃদি পাশে যেমন হাসিত, হাসে
তেমনি নলিনী হাসে, সেই মধু হাস
সেই রবি, সেইত আকাশ।

(৬)

সেইত স্রোতের ধারা স্থির বা অস্থির ভাবে
উঠায় লহরী
সেই হিমাচল ধারে শীতল নির্ঝর ঝরে
সেই তুফানের বুকে ভেসে যায় তরী
সেই নদী সেইত লহরী।

(৭)

এখন নিকুঞ্জ পাশে উত্থিত সুশীত হোক
সঞ্চারে সমীর
সেই পবনের কোলে ফল দুলে ফুল দুলে
সেইত সাগর বারি, তেমনি অধীর
সেই জল সেইত সমীর।

(৮)

সেই দিবা সেই নিশা, আঁধার উজল হোক
নিতি আসে যায়
সেই স্নেহ সেই সুখ সেই মায়া সেই দুখ
সেই উপন্যাস গুলি জাগিছে হিয়ায়
কাল কেন এত ধীরি যায়।

(৯)

সে যে সেই লুকায়েছে, আসি, শুধু বলে গেছে
হলো! বহু দিন,
গেছেকি জন্মের মত কি দোষ আমার এত
আসিবেনা ? দূরে দূরে রবে চিরদিন ?
তা'কি হয় ?—এত-কি কঠিন ?

মারা-কাটারি।

ওহি সূরয যব ডুবু ডুবু যাওত
মলয় সমীরণ ধাওয়ে,
যমুনা কিনারক পানিয়া উঠাওনে
থমকি' থমকি' পিয়া যাওয়ে।
পানিয়া উঠাওনে কোমর ঝুকাওকে—
পিয়া যব গাগরি ডুবাওয়ে,
এনে ওনে দেখত চমকি' চমকি' পিয়া
হৃদয়কো সরম ছিপাওয়ে।
গাগরি উঠাওকে ধরত কোমর পর
চলে পিয়া লট পট চালে,
মধুর মধুর পিয়া কটি হিলায়ত
ঘন ঘন ঘুঁগট সাম্হালে।
ওহি বকুল তলে আঃ যব গিরল
নয়নমে নয়নু হামারি;
বদন ছিপাওকে পিয়া মধু হাঁসল
হৃদয়মে মারা কাটারি।

বঁধুয়া রহইল পরবাসী।

(১)

উড়ত বিহঙ্গম গাও সুতানে
বিজন গহন বন
প্রান্তর কানন
উড়ি উড়ি গাও
অবলাকে দুখ বাতাও।

(২)

গুঁজরি গুঁজরি তুঁহু উড় মধু পায়ী
গুন গুন গুঞ্জন
গাও অনুক্ষণ
দুখ হামারি
যাও, বঁহু গেয়া মনোহারী।

(৩)

কহত ভ্রমর তুঁহু বাত দো চারি
তুঁহু পর ধাওলি
য়াহা না বাতাওলি
যৌবন সামহারী
বা বঁধু; পয়াণ তোহারি।

(৪)

ময়ূর ময়ূরী তুঁহু দোঁহে মিলি যাও
সৌরভ লুটি লুটি
বনে বনে ছুটি ছুটি

সমীরণ ধাও
কৃতান্ত কাগে জানাও।

(৫)

যাও কোকিল তুঁহু কুহু কুহু গাও
রকত নয়ন দুহু
ডাকত হু হু হু হু
কান্দি-কান্দাও—
জীবনক পন্থ সুধাও।

(৬)

কাল বিসঁরি বঁধু কত দিন গেল
সময় নিকট ভেল
এই শ্যাম আওল
দরশ না দেল—
বরষ বরষ বিতি গেল।

(৭)

ধয়ত বিহগ তুঁহু এই পরিহরি
সুখ শরীরে রহে
তুঁহু যদি না কহে
বাত বিচারি
শমনে লোটাওব যৌবন হামারি।

(৮)

শরৎ শরৎ আজি ভেইল কত কাল
এই শরৎ দিনে
দেবতাকো পুজনে

শ্যাম নাহি আল—
ঠাঠ্ পুরাতন ভেল।

(৯)

কোন বাঁধব তবে সুধ বাতাওয়ে
বিনা বারি সিচন
ফুটল কুসুম
অলি না শুধাওয়ে—
মুঁজরি, পবনে ঢলি বাওয়ে।

(১০)

অভাগী জনম হাম রহিনু পিয়াসী
ঋতু সুখ কারণ
চপল সমীরণ
রহল উদাসী,—
বঁধুয়া রহল পরবাসী।

পতি বিরহে

ননদিনী দারুণা
গুরুজন শাসনে
দগধি দগধি প্রাণ গেল
দুখিনী জীবন হম
কি মত গোঁয়ায়ব
বিষম যৌবন-সম শেল
জনম কঠিন মম ভেল।

বারি বহন লাগি
সব সহচরী মিলি
যহুঁ সখি, যমুনাক যাই
যোহি তরফ মম
কান্ত গমন কিনু
কাঁদি কাঁদি রাহা তাকাই—
তবু সখি দরশ না পাই।

কৃতান্ত সম সখি
বরিখা সমাগম
নদ নদী বহল তুফান
তৃষিতা চাতকী
ভেল সুশীতল
তিতিল বসুধা বয়ান—
তাতল দুখিনী পরাণ।

কিঙ্কির কুহু কুহু
ভ্রমর গুঞ্জন সখি,
কুসুম শর সম লাগি
মলয় সমীরণ
ভেল অনল শিখা
মুহু সখি জনম অভাগী
যাই সখি, কুল শীল ধরম তেয়াগী।

গেরুয়া বসন পিনি'
যোগিনী বিবাগিনী
সম সখি, কানন মাঝ

ছিঁড়ি বন মাধবী
ফাঁস লাগাই গলে
না মানি লোক ভয় লাজ
সখি, পাপ পরাণে নাহি কাজ।

তাই হেসে কথা কহেনা

(১)

যৌবন উচ্ছ্বাস শৈশবের খেলা
বহু দিন হলো ভুলেছি সকল,
কঠোর কালের কঠিন নিয়মে
বিস্মৃতি সলিলে ধুয়ে গেছে সব—
আশার প্রদীপ নিভেছে,
কঠিন কালের দারুণ দমন
স'য়ে স'য়ে বুক হয়েছে পাষাণ
তবু সে এখন পাষাণে অঙ্কিত
দুটি কথা কি কি রয়েছে।

(২)

মান অভিমান ভুলেছি সকল
প্রাণ ভরা সাধ গিয়াছে মুছিয়া,
ভালবাসা আশা ঢেকেছে তিমিরে
সংসারের জ্বালা শিখেছি সহিতে
ভাবের সে হাসি মিটেছে,

শুধু সে কেবল মানস সলিলে
অতীত পবন চিন্তা-বিতাড়িত
ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গের গায়
কি যেন এখন ভাসিছে।

(৩)

ধীরে ধীরে যবে দীপ্ত দিনমনি
ঠেলিয়ে আঁধার আকাশের গায়
মৃত্তিকা ভেদিয়ে উঠিত আকাশে
মলয় সমীর ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্
পরিমল লুটি বহিত,
ভ্রমর ঝঙ্কারে জাগিত মৃণাল
উঠিতে উঠিতে নব দিনমনি
বৃক্ষের আড়ালে বাড়াইয়া কর
হাসি মুখ খানি চুমিত।

(৪)

সেই যার সনে বকুলের তলে
কুড়ায়েছি ফুল ভরিয়ে আঁচল
শিশির স্খলিত নব ফুল্ল ফুলে
সোহাগের মালা গাঁথিয়ে যতনে
পরায়েছি গলে প'রেছি।
সেই সে বদন হৃদয়ের পাশে
বিজনে গোপনে নিশার স্বপনে
চেয়ে চেয়ে যায় কথাটী কহেনা
কি জানি কি দোষ করেছি।

(৫)

বকুলের পাশে গুল্মলতা আড়ে
কুড়ায়ে প্রস্তর অর্জ্জুনের ছালে
বিলম্ব নেহারি আসিবার কালে
লিখেছিনু আমি— 'চলিলাম ফিরি'
শাথায় মালাটি রেখেছি,
আসিবার কালে পথ পানে চেয়ে
যে পথে সে আসে সে পথে দাঁড়ায়ে
অনিচ্ছার পদে বিপথে আসিতে
তারি গুণ গান গেয়েছি।

*   *   *

—তা'নয় এখন বুকে লাজ ভরা
তাই হেসে কথা কহেনা।

মরম কাহিনী।

(১)

শরৎ গগন পটে
কবির উপমা তারা
একটি ফুটেছে,
ঝর ঝর ঝর রবে
তুলায়ে বিটপী কুল
সমীর ছুটেছে।

* কয়েকটী লাইন পাওয়া যায় নাই।

(২)

আঁধারের ঘন হার
ঘেরেছে দিগন্ত, হেরি
দিবা অবসায়,
অস্তমুখ ক্লান্ত ভানু
ধরিয়া কিরণ জাল
ধীরে দেয় টান।

(৩)

নগরের ধূমরাশি
শ্যামল শস্যের ক্ষেত্রে
ভাসে স্তরে স্তরে,
জল ভারাক্রান্ত দেহে
নিশায় নীহার ছলে
ঝরে অগোচরে।

(৪)

আঁধারে ছাপিছে ধরা
কুটীরে কুটীরে দীপ
জ্বলিয়া উঠিছে,
সংসার আকাশে যেন
একটি একটি করি
তারকা ফুটিছে।

(৫)

কোথা কে প্রান্তর পাশে
পঞ্চমে উঠায়ে তান
বাঁশরী ফুঁকিছে,

সভয়ে বিহঙ্গ কুল
শাখা হ'তে শাখান্তরে
উড়িয়া বসিছে।

(৬)

শরতের নিশা বুকে
শরৎ তারকা মালা
শরৎ সমীর,
হৃদয়ে হৃদয়ে ভাসে
শরতের স্নিগ্ধ ছবি
বিরহী অধীর।

(৭)

ভূতলে আঁচল পাতি
প্রণয় পীড়িত স্বরে
কে যেন কামিনী,
চাহিয়ে আকাশ পানে
বিরলে গাইছে বুঝি
মরম কাহিনী।

(৮)

গান

আমার এ মরম কাহিনী, সই
আকাশের তারা নাহি জানে তা'রা
যে জন জানিল জানাল কই॥
শিখালে যতনে এ কি ব্যবহার
লোক মাঝে নাই হেন ব্যবহার

(মন) কারে নাহি চায় কেহ নাহি পায়
(আমি) আপনি আপনা হারায়ে রই ॥
সমাজে কোকিল কুজন শুনি
কেন যে মরমে সরম গনি
কেন, কেঁপে উঠে হৃদয় খানি
এখনও সেজন বুঝিল কই ॥
সরসীর কুলে নিতি আসি যাই
মরম কাহিনী পবনে জানাই
তটিনীর তটে একা ব'সে গাই
কেহত তাহারে বলেনা, কই ॥

কি দোষ।

১

কুমুদী না হয় দূরে করে বাস
আঁখির মিলনে রহে হরষিত
নিজে অপারগ তুষিতে শশী,
সরল চকোর আকাশের ধারে
অবিশ্রান্ত উড়ে শুধু আকাশের পাশে
এ হেন বিহগ কি দোষে দোষী ?

২

মানব না হয় কঠিন পরাণ
বিধি ও কঠিন দুখ দিলে সয়,—
সকলেরই প্রাণে এত কি সয় ?
চন্দ্রবাসী যদি হতো বিহঙ্গম
কিম্বা চন্দ্র যদি আকাশেই র'য়ে
তুষিত পাখীরে, কি দোষ তার ?

আবার বসন্ত ফিরে এল।

১

আবার প্রাচীন ধরা নূতন সাজিল লো
ছুটে ছুটে ভ্রমর আকুল ;
আবার মালঞ্চ ধারে হাসিয়া উঠিল লো
বসন্তের ফুল।

২

আবার পলাশ বনে আগুন লেগেছে লো
প্রকৃতি সেজেছে উদাসিনী
শিশির শুকাল, বুঝি, মন্মথে পাইয়ে লো
কাঁদেনা যামিনী।

৩

গ্রীষ্ম বরষায় শীতে শরতে হেমন্তে লো
ভাল ছিল গেছে দুখে সুখে
আবার কোকিল কাল আসিয়া জুটিল লো
শেল হানে বুকে।

৪

বসন্তের দ্বিপ্রহরে জ্ঞানহারা হয়ে লো
শুনি শুধু কুহু কুহু স্বর,
উদাস পরাণে চেয়ে আকাশের পানে লো
শুকায় অধর।

৫

ক্ষুদ্র চাতকীর প্রাণ পিপাসু হয়েছে লো
'জল দে জল দে' বলি ডাকে,
যে মেঘ প্রাবৃটে ঝরে সে কেন এখন লো
দূরে দূরে থাকে।

৬

মরম যাতনা অতি বিষম হইল লো
শেল সম যৌবনের ভার,
একাকিনী বিরহিনী অবলা পরাণে লো
সহে কত আর ?

৭

সুধীর পবন কেন চঞ্চল হইল লো
হু হুঁ রবে বনে বনে ধেয়ে
এখন রাখাল দল গোঠে কেন যায় লো
বাঁশরী লইয়ে।

৮

কেন বা বালুকা রাশি পবন উড়ায় লো
দিনমান করিছে আঁধার
বুঝিবা মদন ঠাট্ রাখিতে বজায় লো
(পথ ঘাট) করে পরিষ্কার।

৯

লতাহারে বনফুল ধুলায় ধুসরলো
লুটাইয়ে পড়ে ভূমিতলে,
আসেনা ভ্রমর ব'লে বিরহে কাঁদিছে লো
অভিমান ছলে।

১০

উন্মাদ যুবক একা বিজনে গাইছে লো
একা প্রাণে বিরহের গান ;
বিজন প্রান্তর পাশে ভালবাসা রাখে লো
যাচকের মান।

১১

সরস বকুল কেন নীরস হইল লো
পাতাগুলি ফেলেছে ছড়ায়ে,
বুঝিবা ভ্রমরে নব মুকুল দেখাতে লো
উলঙ্গ দাঁড়ায়ে!

১২

বসন্ত কি চিরকাল যৌবন প্রয়াসী লো
শিশু প্রাণও করে নিপীড়ন,
বিরহী মন্মথ ভয়ে ব'সে ব'সে করে লো
নিশি জাগরণ।

১৩

যে বাস পরিয়ে তরু সে দিন সেজেছে লো
খুলে ফেলে দু'দিনের পরে,
শিশু কলিকার দলে দু'দিনে বাড়ায়ে লো
যায় দেশান্তরে।

১৪

শীতের অরুণ, সখি দারুণ হইল লো
মরীচিকা জ্বলিছে কেবল,
বিরহী পোড়াতে যেন মদন শ্মশানে লো
জ্বালে চিতানল।

১৫

বিশুষ্ক তটিনী যেন বসন্তে হেরিয়ে লো
হেলে দুলে শিশু খেলা ভুলে,
রাখিতে কান্তের মন ছুটিয়ে মিশিছে লো
সাগরের কোলে!

১৬

তীক্ষ্ণ শরসম কেন হৃদয়ে বিঁধিছে লো
সুকোমল কুসুম, কমল,
সুধাকর হীন করে জ্বলিয়া উঠিল লো
বিরহ অনল।

১৭

বৃক্ষের পল্লব কেন খসিয়া পড়িছে লো
কেন সদা কাঁপে থর থর
নির্দয় মদন বুঝি অলক্ষ্যে বিঁধিছে লো
অনঙ্গের শর।

১৮

নূতন বসন্ত ঘুরে বারে বারে আসে লো
বুঝি কুল থাকে নাক আর,
বসন্ত ফুটিলে যদি নয়ন মুদিত লো
যেত দুঃখ ভার।

১৯

এবার বসন্ত এলে এদেশে রবনা লো
হেথা শুধু বিরহ শাসন,
সাঁতারি সাগর পারে পলাইয়ে যাব লো
জুড়াতে জীবন।

বর্ষাগমে।

১

নিদাঘ তপন, সখি
আরত জলেনা, কই—,
বয় স্নিগ্ধবায়,
শুভ্র জলদের ধারা
সুনীল আকাশে, অই
ভাসিয়ে বেড়ায়।

২

শ্যামল প্রান্তর পাশে
ফুটেছে তুষার ময়
কদম্বের ফুল;
ফুলে ফুলে ভন্ ভন্
গায় গীত মধু আশে
মত্ত ভৃঙ্গকুল।

৩

আবার কি মেঘরাশি
তেমনি ছাঁকিবে, সই—
(থর্ থর্) কাঁপায়ে মেদিনী
ছুটী প্রিয় বাহু পাশ
খুঁজিবে আকুল হ'য়ে
(যে রবে) চকিতা বিরহিনী।

৪

এইনা বরিষা কালে
চপলা চমক হেরি
মনে পড়ে সুখ,
মেঘের গরজে কাঁপে
অস্থিরা মেদিনী সই
(থর্ থর্) কেঁপে উঠে বুক।

৫

আবার কি ভেকদল
গাইয়া উঠিবে, সই
বিরহের গান,
আবার কি নদ নদী
রোধিয়ে বঁধুর পথ—
বহিবে তুফান।

৬

বজ্র উৎপীড়নে, সই—
আবার কি মেঘ মালা
কাঁদিবে তেমনি,
ঝম্ ঝম্ অশ্রুবারি
অনুদিন বরিষয়ে
ভাসাবে ধরণী।

৭

এইনা দারুণ কাল
ঘোর অন্ধকার ছায়
আঁধার যামিনী

যে আঁধার বক্ষে লেখা
প্রিয় বিবর্জ্জিত হেরে
(অতীতের) অপূর্ব্ব কাহিনী।

৮

এইনা বরিষা কালে
সরসী দুকূল ভরা
তরঙ্গ উঠিবে,
এইনা শীতল বায়
সিঞ্চিয়ে সোহাগ ভরে
কুমুদ ফুটিবে।

৯

স্নাত বরিষার জলে
উজ্জ্বল কুমুদ-সখা
হাসি হাসি মুখে
আকাশে ভাসিয়ে চরে
কুমুদী কান্তার পানে
চেয়ে রবে সুখে।

১০

ভাল, ভালবাসা কাল
আমি করেছিনু, সই
চন্দ্রকর (ও) ভাঙ্গি
বরিষা পীড়ন দায়,
চন্দ্রের কটাক্ষ বায়
বুঝি প্রাণে মুক্তি।

১১

কোন দূরদেশে, সখি
বরিষা ঝরেনা তথা,—
নাহি ঋতু ভেদ,
কোথা কোন প্রেমে সখি
কাঁদেনা বিরহী জনে—
জানেনা বিচ্ছেদ

১২

সেই দূর দেশে সখি
কে আমারে লয়ে যাবে
সাগরের পার,
দারুণ একালে বুঝি
অঞ্চলে যৌবন বয়ে
বাঁচিবনা আর।

বাঁশী।

প্রগাঢ় নিদ্রার কোলে নিদ্রিতা রজনী,
কটাক্ষ আবাস আঁখি
অবশে গণিয়া রাখি,
এলায়ে কটীর বাস নিদ্রিতা কামিনী
চকিত যুবক হেরে স্বপ্নে প্রণয়িনী।
বিরত কোকিল-বধূ করিতে কুজন,
অনুমানে অনুভব
যেন শন্ শন্ রব;
ঝড় ঝড় রবে ছুটে বহিছে পবন
জাগেনা প্রাণীটি—নিশি শান্ত দরশন।

আধা নিরমল, আধা মেঘের সঞ্চার,
সোহাগের আধা শশী
গগনের কোলে বসি
আবরি বদন খানি প্রকাশে আবার
তখনি উজল করে, তখনি আঁধার।

অনঙ্গ-পীড়িত ভৃঙ্গ গুঞ্জরে যেমন
তেমনি শ্রবণ পাশে
আধ আধ স্বর ভাসে
কি এক সুধার ধারা করে বরিষণ
কি জানি কি রব কোথা করে কোনজন।

টুটিল মেঘের ছায়া, আসিল পবন
হাসিতে মিশিল শশী
দুলে দুলে ভাসি ভাসি
তাড়ায় জলদে যেন গরবে মগন
ঝুর ঝুর বহে ধীর মৃদু সমীরণ।

নিস্তব্ধ ভেদিয়ে অই উঠিল কি তান,
কি রাগ রাগিনী সাধা
নি-সা-রি-পা-মা-সা-ধা,
প্রথমে সাধিয়া বাঁশী গাইল কি গান—
বিচিত্র কি, অবলা মজাবে কুলমান।

শুনাব বাঁশরী কারে মর্ম্মের কাহিনী
মৃদুল সমীর ভরে
ছুটে যায় দূরে দূরে
লক্ষ্য করি কারে ধায় সে রব মোহিনী
মাতায়ে নিকুঞ্জালয় ছুটেছে সে ধ্বনি।

বলে বাঁশী—'সেই সেথা বাঁশরী বাজাই',
ছাড়িয়ে কানন পাশে
পবন পলায়ে আসে
করি প্রতিধ্বনি বাঁশী ফিরিতেছে তাই—
ফিরে বলে—'সেই সেথা বসগে হে যাই'।

আহারে, কিসের বাঁশী কি সুধা ঢালিল
যার তরে বাঁশরিয়া
গায় গান বিনোদিয়া
আহারে, হৃদয়ে তার কি ভাবে পশিল—
পশিল যদিচ, নিশি কি ভাবে যাপিল।

কে জাগে বাজাতে বাঁশী এ ঘোর নিশীথে
ঘুমন্ত সংসার সারা
পশু পক্ষী জ্ঞান হারা
কি জানি এখন বাঁশী বাজে কোন সাথে!
কে জাগে শুনিতে বাঁশী এ ঘোর নিশীথে

দিও দেখা

১

যবে,

বকুল মুকুল ফুটিয়া রবে
বিরহ গাহিবে সমীরে
হিমের প্রভাব মিটিবে যখন
জড়তা লুকাবে তিমিরে
স্বরগে মরতে সুখের মিলন
মরমে ফুটিবে হাসি রেখা
জেগে রব আমি বিরহ শয়নে
নিমেষের তরে দিও দেখা।

২

যবে,

আকুল কোকিল নীরব রবে
সাগর শুথাবে অনলে
বসন্তের ফুল ঝড়িয়া পড়িবে
জগৎ ভরিবে গরলে
নিশাসে নিশাসে তপত আগুন
বিরলে দাঁড়ায়ে রব একা
আশা পথ চেয়ে রব উদাসীন
নিমেষের তরে দিও দেখা।

৩

যবে,

বিরহ পীড়নে নীরদ কাঁদিবে
ভূতল ভরিয়া জলরাশি
তড়াগ তটিনী ক্ষুদ্র জলাশয়
সরোজ সাগরে মিশামিশি
গভীর গরজে হিয়া দুরু দুরু
মরম চাহিবে প্রিয় সখা
কেঁদে কেঁদে আমি জেগে রব নিশি
ভুলোনা আমায়—দিও দেখা।

৪

যবে,

সুনীল গগনে হীরকের তারা
চাহিয়া রহিবে অনিমিষে
শ্যামল নয়নে ঘুমাইবে শশী
শীত সঞ্চারিবে নিশি শেষে
সাগরে ভূধরে নগরে প্রান্তরে
ঘেরিবে শিশির কুহেলিকা
জড়তা জড়িত বেঁচে রব আমি,
চলে যেও, শুধু, দিও দেখা।

৫

যবে,

মৃদু সঞ্চরণে প্রবেশিবে শীত
হেমন্ত আসিবে ভূতলে
জগৎ জুড়িয়ে শীতল সমীর
নীরদ লুকাবে অতলে

আঁধার জড়িত বিরহী বেদনা
শুধু জেগে রবে স্মৃতিরেখা
গোপনে তোমায় বাসিব আপন
নিশীথে স্বপনে দিও দেখা।

৬

যবে,

তপত তপন ঢলিয়ে পড়িবে
অনল কিরণ জলকণা
দিবস গলিয়ে নিশীথে মিশিবে
কাননে কুসুম জাগিবেনা
তুষার সমাধি শ্যামল শিখরে
জড়তার ছবি রবে আঁকা
আমার জীবন যদি মিটে যায়
সমাধি শিয়রে দিও দেখা।

হৃদয় ।

শিশু

অসৃতে অমৃত মাখা শিশুর সুহাস;
সেই ধুলা অঙ্গে মেখে
ছল ছল দুটি চোখে
তিরস্কার ভয়ে কেন ঘন ঘন শ্বাস
আধা স্নেহে আধা মানে ক্রোধের প্রকাশ;
সে এক ভাবের দৃষ্টি
সে এক অমিয় বৃষ্টি
সে এক ভাবের ভাব আনন্দ উচ্ছ্বাস
সরল শিশুর রূপ মাধুর্য্য আবাস!

২

কোমল কমল বালা সে হাসি হাসেনা—
যে হাসি হাসিলে ফুল
উন্মত্ত ভ্রমর কুল,—
প্রভাতের বাল-ভানু সোহাগী ললনা
নির্ম্মল বাসন্তী উষা, সে হাসি জানেনা;
ছড়ায়ে আনন্দ রাশি
যুবকের উচ্চ হাসি
সে মধু হাসির সনে হয় না তুলনা,
সুরসিক শশী মুখে সে হাসি আসেনা।

ভ্রমর ঝঙ্কার রবে সে রব মিশেনা ;
সে এক মধুর কণ্ঠ
পরাজিত মধু কণ্ঠ
নারদের বীণা যন্ত্রে সে রব উঠেনা,
যতনে পালিত পাখী সে বুলি ধরেনা ;
শিখিনীর রবে কবি
বিমুগ্ধ কি ভাবে ভাবি ?
ঝরুক নিঝর সুখে, সে এক ঝরণা,
মক্ষিকার মধু চক্রে সে মধু ধরেনা।

৪

চকিত হরিণী আঁখি কত শোভা ধরে,
চকিত হরিণী চায়
কি ভাব প্রকাশ তায়
উপমার পদ্ম পত্রে কি ভেবে আদরে,
কি আঁখি অঙ্কিত করে কোন কারিকরে ;
ইন্দ্রের সহস্র অক্ষ,
কোন আঁখি এত দক্ষ
প্রকাশিতে মনোগত ভাব অকাতরে,
শিশুর পলাশ আঁখি কি মাধুরী ধরে।

৫

শিশুর নয়ন কোলে নেত্র বারি-কণা,
নব বরিষার ধারা
ঢালুক সুধার ধারা,
পবিত্র যমুনা বারি সে ভাবে বহেনা

জোয়ারে গঙ্গার জল অত উথলে না;
সুচারু বদন চেয়ে
অশ্রু মালা পড়ে ধেয়ে
শত কহিনুরে মালা সে ভাবে রচেনা,
কি শোভা গোলাপ গলে নীহারের কণা।

৬

কোন বীর মহাবলী এত ধৈর্য্যবান,
কোন রাজা দর্পশালী
কোন বলী এত বলী
কোন সাধু সাধনায় এত সাবধান
হেরে নেত্র বারি পূর্ণ শিশুর নয়ন;
কোন সাগরের মুখে
স্রোতে এত বল রাখে
কোন তরঙ্গের বুকে এ হেন তুফান
প্রাবৃটে সিন্ধুর জল এত বেগবান?

৭

শিশুর সৌন্দর্য্য বাঁধা সৌন্দর্য্য আধার;
মাধুরীর মধুরতা
কমলের কোমলতা
মুকুতা ছবির গলে মাণিকের হার
ফুরায় লিখিতে কবি কল্পনা ভাণ্ডার;
মুরতি স্নেহের নিধি
যতনে গড়িল বিধি
বর্ত্তমান ছয় রসে সপ্ত পারাবার
মাধুর্য্য সাগরে শিশু অকুল পাথার।

বিধি

বিশাল সংসার   প্রশান্ত আকাশ
অপার জলধি   অচল হিমাদ্রি
বিধির কৌশল জানি,
সমুদ্রে গরজে   অমূল্য রতন
পৃথিবী প্রোথিত   হীরক আকর,
সুখের দুখের   বিধি অধিপতি
বিধি সর্ব্বাধার শুনি।

২

দীপ্ত দিনকর   নিশি শিরোমণি
বিমল সলিলা   জাহ্নবী যমুনা
বিধির আদেশে চলে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত   হেমন্ত শরৎ
বসন্তের ফুল   নিশির শিশির
বন উপবন   নিকুঞ্জ কানন
সকলি বিধির বলে।

৩

জানি বিধি বশে   সৃষ্টি স্থিতি লয়
বিধির আদেশে   চলে গ্রহ তারা
সকলি বিধির ধারা,
স্বরগ নরক   আলোক আঁধার
যৌবন জীবন   মান অপমান
সুখের দুখের   শান্তি অশান্তির
বিধিই লিখন ছায়া।

৪

নীরব নিশীথে স্নিগ্ধ শিশির
সিঞ্চিতে সোহাগ মুকুল মালতী
নীরবে ঝড়িয়া পড়ে,
হরিণ হরিণী করভ করভী
তুষিতে বনের তৃষাতুর প্রাণ
বিধির নিয়ম রাখিতে কেবল
নীরবে নিঝর ঝরে।

৫

রাজত্ব রাজার রসাতলে যায়
দীন অধিষ্ঠিত রাজ সিংহাসনে
বিধির বিধান বটে,
বিজন বিপিনে প্রান্তর পুলিনে
কি রাজ সংসারে কি বৃক্ষের মুলে
সরলে গরলে কপটে কঠিনে
বিধির ক্ষমতা রটে।

৬

এ যদি সকল বিধির নিয়ম
সুখ দুখ যদি বিধি সিরজিল
বিধি যদি সর্ব্বাধার,
তবে কেন পুনঃ পাপ অবিচার
সংসারের দুখ দুখীর জীবনে
অশ্রু কি সৃজন সেই আঁখি তরে
তারি তরে দুখ ভার।

৭

রে নির্ম্মম বিধি! রাজত্ব তোমার
সুখময় যদি হইত কেবল
কি ক্ষতি আছিল তায়,
দুখীরও দুখ করিতে মোচন
হেন বিধি কিরে ছলনা কি আর
যে দুখ দেখিলে বিদরে পরাণ
পাষাণ ফাটিয়ে যায়।

৮

মনুষ্য পরাণে পারি যদি বিধি
অন্তরের দুঃখ জানাতে তোমায়
যা হয় আমার হবে,
রবি শশি তারা মিটুক গগনে,
আঁধার সংসার পড়ে রই আমি
দুখীর রোদন না পশে শ্রবণে
এ বিধি না রহে ভবে।

৯

দুখ নিপীড়িত দরিদ্র রোদন
উঠে যাক বিধি সংসার হইতে
এই যে মিনতি মোর,
না হয় সংসারে যত পাপ আছে
দাও বিধি মোরে সব দুখ ভার
নয়নের জল আমারি বারুক
কেঁদে কেঁদে করি ভোর।

১০

যত পাপ বিধি ঘটুক আমার
পড়ে থাকি আমি নরক আঁধারে
মুছাও দুখীর দুখ,
বজ্র হুতাশনে পুড়ে যাই আমি
বধির শ্রবণ কেননা করিলে
আমি যেন দেখি সংসার আঁধার
না দেখি দুখীর মুখ।

১১

এ ক্ষুদ্র পরাণে বলিলাম এত
দুখ যদি বিধি পেতে হয় তায়
এই প্রতিফল চাই,
দুখীর নয়নে ঝরুক যে দুখ
সংসার তোমার হোক দুখময়
কিন্তু যেন বিধি তাদের ছাড়িয়ে
আমি আগে ম'রে যাই।

বিধাতা ও মাতৃভুমি

১

বিধাতা অসীম রাজ্য থাকুক কুশলে;
প্রশস্ত আকাশ বুকে
চন্দ্রমা ভাসুক সুখে
হীরক তারকা মালা জ্বলুক গগন পটে,

ঝরুক নিঝর রূপে বিধাতার কৃপাবারি
প্রান্তর পুলিন পার্শ্বে, বর্জ্জিত বিটপী লতা
পুষ্পিত ফলিত হোক, প্রকাশি মহান্ দীপ্তি
মানব রাজত্ব হোক সাগরের জলে।

২

ভাসুক আকাশ মার্গে সঙ্গীত লহরী
বনের কুসুম মালা
প্রকাশি তোমারি লীলা
বায়ু ভরে নেচে নেচে তোমারি মহিমা গা'ক্
উড়ুক সুমেরু চূড়ে তোমারি করুণ ধ্বজা
কন্দরে কন্দরে দেশে, বিজনে বিপিনে বনে
তোমারি রাজত্ব দর্প হোক্ সুপ্রকাশ, দেব,
প্রস্তরে প্রস্তরে নাম জ্বলুক্ তোমারি।

৩

লউক তোমারি নাম পক্ষী বনচর
মন্ত্রে মন্ত্রে মুখে বুকে
তরুর পল্লব শাখে
তমোময় অন্তহীন অতল সাগর তলে
তোমারি রহস্য প্রভু, হোক্ ব্যাপ্ত সর্ব্বময়
দেবতা দানব মিলি পতঙ্গ মাতঙ্গ সহ
মানবের হিংসাভাব ছাড়ি হিংস্র বনচর
ঘোষণা করুক্ প্রভু মহিমা তোমার।

তটিনী লহরী মালা রচি তব নাম
ঢালি অঙ্গ অঙ্গ পরি
অক্ষর রচনা করি
লিখুক তটিনী বঙ্গে নামের মহিমা তব
বেড়ি বেড়ি নভস্থল ব্যাপিয়া তারকা চয়
নদী বক্ষে মুক্তামালা হউক সজ্জিত, নাম
লিখিতে তোমারি, গ্রহে গ্রহে চন্দ্র সূর্য্য হোক্
দীপ্তমান্—সুখময় বিধাতার ধাম।

৫

রত্নের ভাণ্ডার হোক্ রাজত্ব বিশাল,
থাক সদা শূন্য 'পরে
কল্পনার অগোচরে
গভীর জলদ কোলে বিদ্যুতের বর্ণমালা
রচিয়ে তোমারি নাম হুহুঙ্কারী বজ্রস্বরে
কাঁপায়ে ধরণীধর অক্ষর লিখিয়া দিক,
শাসন তোমার, ওহে, জলে স্থলে শূন্য মার্গে
ঘুরুক সংসার তব চক্র চিরকাল।

৬

এই চাই—
আমার সে মাতৃভূমি, সেই ছায়াতলে
সেই কার্য্য ক্ষেত্র'পরি
সেই আশা বুকে ধরি
সুখময় রহে চিরকাল, সেই গান প্রেম,

সেই বাঁশী স্বরে মুগ্ধ, সহেনা কখন যেন
সরল তাড়না ভয় নাহি শিখে উৎপীড়ন ;
বহিছে জীবন যারা যপুক তোমারি গুন,—
শান্তি দাও, প্রভু, যারা শায়িত ভূতলে।

অনাথে অশ্রু বিন্দু।

আমি পারি হৃদি বলে
রোধিতে সহস্র সেনা
অপার জলধি পারে
সাহসে বাঁধিয়া বুক,
(আমি প্যারি) তুফান ঠেলিয়া যেতে—
দেশ দেশান্তর পরে ;
সুখের স্বরগ ধাম,
তুচ্ছভাবে অবহেলি
নরক আহুতি সম
নরকের হুতাশনে
পুড়িয়া মরিতে পারি,—
যুগ যুগান্তর তরে।
আমি পারি,—
অবাধে চরণে ঠেলি
সংসারের রাজ্য সুখ
পশিতে গহন বনে ;
আঁধার গহ্বরে পারি
যাপিবারে দিবানিশি,
করিনাক ভয় তায় ;

হিমালয় তুঙ্গ শৃঙ্গে
সুখে জলাঞ্জলি দিয়া
ভস্ম বিলেপন অঙ্গে
দুঃখ নাহি মানি তাহে
পশিতে সন্ন্যাসী বেশে
যদি তাহে প্রাণ যায়।
আমি পারি,—
পাষাণে বাঁধিয়া মর্ম্ম
অবাধে নয়ন মেলি
দেখিবারে অকাতরে
প্রচণ্ড প্রলয় ভবে
সোনার রাজত্ব যদি
ডুবে যায় রসাতলে ;
আমি পারি, দেখিবারে
শীতল শিশির মালা
ঝরে যদি হলাহল,
প্রাবৃটের নব ঘন
উগারে অনল রাশি
পবিত্র বরিষা জলে।
আমি পারি বাহুবলে
মত্ত করি-রাজ সনে
যুঝিতে সম্মুখ যুদ্ধে ;
দলিতে কঠিন প্রাণ
কোমল মৃণাল দেহ,
ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি—

রতন ভূষণ হার ;
বুক পেতে নিতে পারি
কালের করাল হস্ত
নিক্ষেপিত বিষবান্ ;
ভরিনা সংসার দুঃখে
সকলি সহিতে পারি।

পারিনা মানব দেহে
থাকিতে এ তুচ্ছ প্রাণ
কি মূল্য প্রাণের মোর ?
দেখিবারে আঁখি জল
অনাথ বদন 'পরে
পীড়িত মর্ম্ম যাতনা ;

চরণে ঠেলিতে পারি
পারস্য সাগর গর্ভ
সঞ্চিত শুক্তির মুক্তা
আমার প্রাণের তুল্য
লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে
নহিক কাতর আমি
রাখিতে সে বিন্দু কণা।

আমি বাহিত ভারত বুকে।

প্রভাতে বিমানে চ'ড়ে
চলিল বিশ্রাম হেতু
পূরব গগন প্রান্তে
মলিন বদনা নিশা

পুড়ে পুড়ে সারাদিন
পশ্চিম গগনে রবি
হেরে দিবা অবসান
ধরিল আঁধার ছবি!

২

অদূরে দাঁড়ায়ে অই
শোভিত হীরার হারে
ছুটিছে পবন ধেয়ে
পড়িছে জোনাকি, যেন

প্রশস্ত প্রাচীন তরু
দীপিছে খদ্যোত কুল
ঢুলিতেছে তরুবর
ঝরিয়ে ফুটন্ত ফুল।

৩

ডুবিয়ে বারিধি জলে
পাঠাইলা জলদেরে
ভীষণ মূরতি ধরি
ভাসিল নীরদ মালা

কহিয়ে বারিশে, ভানু
ঢালিতে সলিল রাশি,
বায়ু ভরে বিতাড়িত
আঁধারে দিগন্ত গ্রাসি।

৪

বায়ু সহচর সনে
আধার আঁধার করি
সঘনে ঝটিকা সহ
লুকালো মেঘের আড়ে

হুঙ্কারি সদল বলে
ছাপিল গগন তল,
স্বন্ স্বন্ রব করি
বিষাদে তারকা দল।

৫

উড়ায়ে কুটীর ক্ষুদ্র
কাঁপাইয়া গিরিবরে
ক্রোধ ভরে তরুবর
দাঁড়াইয়ে বুক পেতে

বিলোড়িয়া নদী জল
(যথা) মত্ত করি-রাজ রণে,
আকাশ উন্নত শিরে
যুঝিতে বায়ুর সনে।

৬

ভীষণ গর্জ্জন করি কাঁপাইয়া ধরাতল
পড়িছে অসনি খসি ফুৎকারি অনল শিখা,
শিলা সহ বারি ধারা ঝরিতেছে অবিরাম
উজলি আঁধার কায়া চমকে বিদ্যুৎ রেখা।

৭

ধরিল প্রশান্ত মূর্ত্তি কাল নিশীথিনী এবে
ঝিঁঝিছে ঝিল্লিকা শুধু ক্ষান্ত জন-কোলাহল,
বিজন শ্মশান ভূমে দুলিছে শাল্মলী তরু
বিকট মূরতি ধরি (যেন) নাচিছে পিশাচ দল।

৮

নিস্তব্ধ নিশির কোলে শায়িত সংসার সারা
ডাকিছে পেচক একা বিকট চীৎকার তুলি,
আঁধার কাননে কাঁদে ফেউ ফেউ ফেরু পাল
গিলিছে শবের মাংস নিশাচর কুতুহলী।

৯

এ ঘোর নিশীথে একা বিজন পুলিনে ব'সে
কে ফেলে দুঃখের শ্বাস "হায় হায়" ধ্বনি উঠে
বিধি চির নিরদয় কি বিপদ কারে বুঝি
ঘটাইল, তাই কাঁদে একাকী তটিনী তটে।

১০

মানব হৃদয় যায় সে রব শুনিয়া, আহা
নারে সম্বরিতে মায়া আপনি অন্তরে আসে
কাঁপিল হৃদয় মম রোমাঞ্চিত হ'ল দেহ
চলেনা চরণ তবু চলিলাম তার পাশে।

১১

আঁধারে করিয়া লক্ষ্য
সাহসে নির্ভর রাখি
চলিলাম জিজ্ঞাসিতে
একাকী বিজন বনে

সে রব মোহিনী, একা
নদী তট অভিমুখে
কি দুখে সে চলিয়াছে
কাঁদিতেছে মন দুঃখে।

১২

অদূরে দাঁড়ায়ে অই
গন্ধর্ব্ব, মানব কিম্বা
কিম্বা কোন কুল-নারী
বিজন বাসিনী তাই,

দেব কি দানব মূর্ত্তি
কিন্নর কিন্নরী ধনী,
যথা সন্ন্যাসিনী, বুঝি
কিম্বা কোন পিশাচিনী।

১৩

নিন্দি ইন্দীবর আঁখি,
যেন মূর্ত্তি সৌদামিনী
তটিনীর জলে ভাবি
মিশিতে আসিয়া বক্ষে

বদন, নিন্দিত সুধা,
অচঞ্চল রূপ ধরি,
বরষার নব ঘন
স্তম্ভিত বিশ্রাম হেরি ?

১৪

ধ্বনিল আকাশে শব্দ
বাজিল সহস্র ঘণ্টা
"পতি, পতি, পতি" রব
উঠিয়া হইল ক্ষান্ত

"সতী, সতী, সতী" তানে
"জয় জয়" ধ্বনি সহ,
ক্ষীণ সাহসের স্বরে
সভয়ে কাঁপিল দেহ।

১৫

সহসতী স্রোতস্বতী
ধায়িল পতির পাশে
ধাইল তরঙ্গ মালা
নাচিতে নাচিতে সুখে,

জিজ্ঞাসিতে, "হে বারীশ
দেখেছ কি ভাগ্যবতী
প্রবাহিনী আমা চেয়ে—
(আমি) বাহিত ভারত বুকে।